লেখকের অন্যান্য বই

বর্তমান বিশ্বে ইসলামী পূনর্জাগরণের সম্ভাবনা
মানবতা বিধ্বংসী দু'টি মতবাদ
ইসলামে ভূমি, কৃষি, শিল্প ও শ্রম আইন
হাদীছের আলোকে সমাজ জীবন
বিশ্ব সভ্যতার মুক্তি কোন্ পথে?
ইসলামী সভ্যতায় নারীর মর্যাদা
সূরায়ে ফাতেহার তাফসীর
বিশ্ব মানবতার মুক্তি সনদ
ঈমানের অগ্নি পরীক্ষা
জিয়ারতে বায়তুল্লাহ
পরকালের সাথী
বেহেশতের চাবী
যুগের দর্পণ
নাজাতের পথ

মুদ্রণেঃ জামান প্রিন্টিং এন্ড কালার প্রেস লিঃ
৬৩/এ, মতিঝিল বা/এ ঢাকা-১০০০ ফোনঃ ২৩১৯২৭, ২৩২১৯২, ২৩৪৯২৯

মওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান

ইসলাম
পূর্ণাঙ্গ
জীবন
বিধান

স্যালেহ ছিদ্দিকী।
ব্যক্তিগত লাইব্রেরী।
রিয়াদ, সৌদি আরব।
১৯৯৮ ইং।

৭-১-৯৯

মওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান

ইসলাম
পূর্ণাঙ্গ
জীবন
বিধান

ISLAM PURNANGO JIBAN BIDHAN
BY
Moulana Delawar Hossain Sayedee

প্রকাশনায় ঃ
বুলবুল সাঈদী
আরাফাতপ্রকাশনী
৯১৪-শহীদ বাগ ঢাকা

১ম প্রকাশ জানুয়ারী ১৯৮৬
২য় প্রকাশ জুলাই ১৯৮৬ (পরিবর্ধিত)
৩য় প্রকাশ ডিসেম্বর, ১৯৮৮

মুদ্রণেঃ
জাহান প্রিন্টিং এন্ড কালার প্রসেস লিঃ
১৬৩/এ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা
আলাপনীঃ ২৩১৯২৪ ২৩২১৯২,
২৩৯২২৮, ২৩৪৯২৯,

বিনিময়ঃ বিশ টাকা

যা' বলতে চেয়েছি—

বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের বাইরে আমি বিভিন্ন সময়ে সেমিনার সিম্পোজিয়াম, ওয়াজ ও তফসীরুল কোরআন মাহফিলে ইসলামের রাজনীতি, অর্থনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, শিক্ষানীতি, যুদ্ধনীতি,শ্রমনীতি ও সমাজ নীতি সম্পর্কে পবিত্র কোরআন-হাদীস থেকে যে সব বক্তব্য পেশ করেছি বর্তমান পুস্তকটি তারই সারাংশ।

দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন সুধী মহল থেকে দাবী আসছিল আমি যেন ঐ বক্তব্যগুলো একত্রিত করে বইয়ের আকারে প্রকাশ করি। কিন্তু নানাবিধ ব্যস্ততা ও সময়ের স্বল্পতা হেতু এ যাবৎ আমি তাঁদের ঐ দাবী মেটাতে পারিনি । অবশেষে আল্লাহ পাকের মেহেরবানী বিগত ১৫ ই জুলাই থেকে দেড় মাসের জন্য আমার ইউরোপ সফর সূচী তৈরী হয়। এই সফরে বিভিন্ন প্রোগ্রামের ফাঁকে ফাঁকে অবসর মুহূর্তে পাণ্ডলিপি রচনার কাজে হাত দিলাম। এবং চল্লিশ দিনে লেখার কাজ শেষ হলো আলহামদুলিল্লাহ।

পুস্তক খানি মূলতঃ তাদের উদ্দেশ্যে লেখা, যারা নিজেকে একজন মুসলমান বলে দাবী করার পরও সমাজতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতার খপ্পরে পড়ে ইসলামের রাজনীতি স্বীকার করেন না বরং ধর্ম ও রাজনীতি সম্পূর্ণ আলাদা চোখে দেখেন। এ বইখানি পাঠ করে যদি তাদের একজনও নিজেদের প্রত্যয়ের অসারতা বুঝতে পেরে ইসলামকে একমাত্র জীবন ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন তবেই আমার শ্রম সার্থক হয়েছে মনে করব। পরিশেষে পাণ্ডলিপি তৈরী করতে গিয়ে মাঝে মধ্যে যে সব সম্মানীত লেখকদের লেখা থেকে সাহায্য নিয়েছি এবং বইটা লেখার ব্যাপারে যাঁরা দাবী জানিয়ে আসছিলেন তাঁদের সকলের প্রতি হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আল্লাহ পাক তাঁদের সবাইকে পুরস্কৃত করুন ।

সাঈদী।
২৫-৮-৮৫
198, STEPNEY WAY
LONDON-EI
UK

লেখকের অন্যান্য বই

বর্তমান বিশ্বে ইসলামী পুনর্জাগরণের সম্ভাবনা
মানবতা বিধ্বংসী দু'টি মতবাদ
ইসলামে ভূমি, কৃষি, শিল্প ও শ্রম আইন
হাদীছের আলোকে সমাজ জীবন
বিশ্ব সভ্যতার মুক্তি কোন পথে?
ইসলামী সভ্যতায় নারীর মর্যাদা
সূরায়ে ফাতেহার তফসীর
বিশ্ব মানবতার মুক্তি সনদ
ঈমানের অগ্নি পরীক্ষা
জিয়ারতে বাইতুল্লাহ
পরকালের সাথী
বেহেশতের চাবী
যুগের দর্পণ
নাজাতের পথ

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
রাজনীতিতে ধর্ম ব্যবহার চলবে না (?) –	১
ইসলামী আইন বনাম মানব রচিত আইন–	২
ইসলামী রাজনীতির উৎস– ৪	৩
সার্বভৌম ক্ষমতার একচ্ছত্র মালিক আল্লাহ–	৬
রাসূলে করীম (সঃ) এর মর্যাদা–	৮
ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধানের গুনাবলী–	১০
যাদের নেতৃত্ব গ্রহণযোগ্য নয়–	১১
ইসলামী রাষ্ট্রের মৌলনীতি–	১৩
স্বাধীনতার জন্য জিহাদ–	১৫
পররাষ্ট্র নীতির মূলনীতি–	১৬
ইসলামী আইনে দন্ড বিধি–	১৯
ইসলামের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা–	২০
অর্থনৈতিক নিরাপত্তা–	২৫
ইসলামী রাষ্ট্রে নারীর অধিকার–	৩১
ইসলাম মানবতার জন্য রহমত–	৩৬
ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিকল্প নেই–	৩৮
মহানবী (সঃ) এর প্রশাসনিক পদ্ধতি–	৪১
ইসলামী শাসনতন্ত্রের রূপরেখা–	৪৯
আমাদের করণীয় কি?	৭২

ঃ উৎসর্গ ঃ

সেই সব নিবেদিত প্রাণ
মর্দে মুজাহীদদের উদ্দেশ্যে
যাঁরা প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশে
ইসলামী শাসন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে
নিঃস্বার্থভাবে অহর্নিশী কাজ করে যাচ্ছেন।

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান

রাজনীতিতে ধর্ম ব্যবহার চলবেনা (?)

পাশ্চাত্য সভ্যতায় প্রভাবান্বিত একশ্রেণীর লোকেরা দাবী করেছেন যে, ইসলাম একটি ধর্মমাত্র। আর ধর্মের সম্পর্ক মানুষ ও তার স্রষ্টার মধ্যকার ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ। রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষানীতি তথা রাষ্ট্র শাসনের সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না। তাদের দাবী বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে ধর্ম একেবারেই অচল, তাদের কাছে আমাদর প্রশ্নঃ বর্তমান এ বিজ্ঞানের যুগে ইসলামের কোন্ বিধানটি পৃথিবীতে অচল বলে প্রমাণিত হয়েছে? আমরা জানি এঁদের নিকট এর কোন বাস্তবানুগ সঠিক জবাব নেই। তার কারণ হচ্ছে তাদের ঐ অবাস্তব দাবীগুলো মস্কো, পিকিং ও পেন্টাগণের মুরব্বীদের শিখিয়ে দেয়া বুলি মাত্র। কিন্তু তারা যদি বুঝতে পারতেন যে, পাশ্চাত্যের মুরব্বীদের কোন কথাই এ ব্যাপারে দলীল হতে পারে না। এ ক্ষেত্রে যদি কোন প্রমাণ পেশ করতে হয় তবে তা করতে হবে স্বয়ং কোরআন মজিদ থেকে কোরআন সুন্নাহর যুক্তিই কেবল এ ক্ষেত্রে প্রাযোজ্য হতে পারে। তাই পাশ্চাত্য সভ্যতার ধারক বাহকরা যখন ধর্ম ও রাজনীতির মাঝে পার্থক্য দাবী করেন তখন তা কেবলমাত্র তাদের জন্যই সত্য হতে পারে। পক্ষান্তরে কোরআন যদিধর্ম ও রাজনীতি অবিচ্ছেদ্য ও অভিন্ন বলে ঘোষণা করে থাকে তাহলে সমগ্র ইসলাম সম্পর্কে তা অবশ্যই সত্য হবে। এ ক্ষেত্রে ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদীদের যুক্তি, প্রমাণ বা অভিমতের বিন্দুমাত্র গুরুত্ব নেই।

ইসলামের ক্ষেত্র বিশ্বব্যাপক ও বিশ্বজনীন, স্থান-কালের সীমা পেরিয়ে এটি সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং কোনরূপ সংশোধন ও পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা থেকে চিরকালের জন্য মুক্ত। মানবীয় চিন্তা-ভাবনা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, নতুন নতুন অভিজ্ঞতা ও তথ্য এর কোন একটি মূলনীতিকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারে না। এ কারণে কেউ নিজেকে মুসলমান দাবী করার পরও এমন কোনো দুঃসাহসের পরিচয় দিতে চাইলে তিনি হবেন বিদ্রোহী অনুগত নিশ্চয়ই নয়। অবশ্য ইসলামের পূর্ণতার দাবীর মধ্যে যদি কেউ অসম্পূর্ণতা দেখতে পায় এবং তার চিন্তাধারায় এর কোনুগতি সংশোধন ও পরিবর্তন যোগ্য বলে মনে হয়। তাহলে ইসলামকে বর্জন করার অধিকার তার সব সময়ের জন্যই মুক্ত থাকবে।

ইসলামী আইন কানুন সম্পর্কে এই শ্রেণীর লোকদের দাবী ও চিন্তাধারা আশ্চর্য্যজনক ও রীতিমত হাস্যোদ্দীপক। আদের কেউ কেউ ইসলামকে একটা দীন ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা হিসেবে দেখেন বটে, কিন্তু তা সত্যেও তারা মনে করেন যে, একালের বৈষয়িক ব্যাপারাদির ক্ষেত্রে ইসলাম একেবারেই অচল, কেউ আবার ভাবেন ইসলামী বিধান বর্তমান সময়েও চলতে পারে কিন্তু তার কতক বিধান একান্তভাবে সেকেলে আধুনিক যুগে চলতে পারে না। তাদের এসব চিন্তাধারা প্রায় একই ধরণের, কিন্তু এগুলো একেবারেই ভিত্তিহীন ও অমূলক। কেননা এ দাবীসমূহ পেশ করছেন এমন সব লোক যাঁরা ইসলামী বিধান সম্পর্কে আদৌ কোন পড়াশোনা করেননি। আর যে বিষয় যে লোক অজ্ঞ সে বিষয় তার কোন মত কিছুমাত্র মূল্য পেতে পারে না । সুতরাং কোন মুসলমানের জন্য কোরআন হাদীস সম্পর্কে অনভিজ্ঞ কোন নেতা বা ব্যক্তির ধর্ম সম্পর্কিত বক্তব্যে বিশ্বাস স্থাপন করা বা তাদের আনুগত্য করা ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণরূপে অবৈধ। আমরা বক্ষমান গ্রন্থে আল্লাহ্ পাকের কিতাব কোরআন ও রাসূল (সঃ)-এর হাদীছ দিয়ে প্রমাণ করব ইসলামে রাজনীতি আছে কি নেই।

ইসলামী আইন বনাম মানব রচিত আইন

ইসলাম একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। ইসলামী বিধানে রয়েছে মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগের সুস্পষ্ট আইন ব্যবস্থা। জীবনে এমন কোন দিক নেই যেখানে ইসলাম কোন নির্দেশ দেয়নি। এ ব্যাপারে আল্লাহ পাকের দাবী হলো, কোরআনেই আমি জরুরী সব কথা বলে দিয়েছি কোন কিছুই বাকী রাখা হয়নি; কোন কিছু বাদ দেয়াও হয়নি।

এ বিধানে রয়েছে ইবাদত নৈতিক চরিত্র, আকিদা-বিশ্বাস, ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের প্রকৃতি, গণতান্ত্রিক শাসক, শাসকদের দায়ীত্বশীলতা ন্যায্য সংগত কাজে তাদের আনুগত্য. পরামর্শ সভ্য, যুদ্ধ সন্ধি, চুক্তি, দণ্ডবিধি, উত্তরাধিকারী আইন, সর্বপ্রকার কাজ-কর্ম, লেন-দেন আর্থনীতি ইত্যাদি। কাজেই এ কথায় কোনই সন্দেহ নেই যে, ইসলাম যেমন প্রচলিত ভাষায় একটি ধর্ম, তেমন একটি বৈষয়িক জীবন বিধানও। মসজিদ ও রাষ্ট্র, ধর্ম ও রাজনীতি ইসলামের এপিঠ ওপিঠ মাত্র। দীন ও দুনিয়া এখানে একাকার। ইবাদত ও সামাজিক তথা সর্বাত্মক রাষ্ট্রীয় জীবনের মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। ইহকাল ও পরকাল উভয় ক্ষেত্রেই মানুষের জীবনকে সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও পরম সৌভাগ্যপূর্ণ করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যেই ইসলাম অবতীর্ণ হয়েছে।

আল্লাহর আইন ও মানব রচিত আইনের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। যেমন আল্লাহর আইন পরিপূর্ণ তথা পূর্ণাঙ্গ। এর কোথায়ও এক বিন্দু অসম্পূর্ণতা নেই। আইন ও বিধানের ক্ষেত্রে মানুষের জীবনে যা কিছু প্রয়োজন তা ইসলাম যথাযথভাবে পুরণ করতে সক্ষম। নব নব প্রয়োজনের ভিত্তিতে তা কখনো কোনক্রমেই অসম্পূর্ণ বা নতুন প্রয়োজন মেটাতে অক্ষম প্রমাণিত হতে পারে না। ইসলামী আইন বর্তমানেও যেমন যথেষ্ট, ভবিষ্যতেও তেমনি

থাকবে। কিন্তু মানব রচিত আইন ও বিধান প্রতি মুহূর্তে অসম্পূর্ণ প্রমাণিত হচ্ছে। নতুন প্রয়োজনের দাবী পূরনে তা সদা পরিবর্তন ও সংশোধন সাপেক্ষ বিবেচিত হতে বাধ্য। সমাজের অগ্রগতির সাথে সামঞ্জস্যশীলতা, চিরস্থায়ী ও কালজয়ী হওয়া ইসলামী বিধানেই সম্ভব, তার মূলনীতি সমূহ কখনই পরিবর্তন বা সংশোধনের মুখাপেক্ষী হয়না। জনগণের জীবন বা দেশ কাল ও সমাজের অবস্থা যতই পরিবর্তিত হোক না কেন. আল্লাহর এ বিধান কখনই পুরাতন বিবেচিত হবে না বরং সর্বকালের সর্ব যুগের চাহিদা পূর্ণ মাত্রায় মেটাতে সক্ষম যা মানব রচিত আইনের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়।

ইসলামী রাজনীতির উৎস

ইসলামী রাজনীতির প্রথম ও প্রধান উৎস আল-কোরআন। দ্বিতীয় হচ্ছে রাসূল (সঃ)এর সুন্নাহ। পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহর রাজনৈতিক বক্তব্যগুলো আমরা এবার সুধী পাঠকদের সামনে পর্যায়ক্রমে তুলে ধরতে চাই । যাতে প্রমানিত হবে যে,ইসলাম শুধু নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত জাতীয় কিছু আনুষ্ঠানিক ইবাদতের সমন্বয় গঠিত কোন গতানুগতিক ধর্মের নাম নয়। বরং তা পূর্ণাঙ্গ এক জীবন বিধানের নাম। সর্ব প্রথম আমরা আলোচনা করব ইসলামে প্রভূত্বSovereignly কাকে দান করে। অর্থাৎ কাকে প্রভূশক্তি Sovereign power বলে স্বীকার করে?

এ প্রশ্নের জবাবে কোরআন পাক থেকে আমরা জানতে পারি, ইসলামে সার্বভৌম-প্রভুত্ব ক্ষমতা সকল দিক থেকে এবং সকল অর্থে একমাত্র আল্লাহ পাকের জন্যই সংরক্ষিত।

اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ

"সাবধান! সৃষ্টি তাঁরই, এর উপর প্রভূত্ব চালাবার, একে শাসন করার অধিকারও একমাত্র তাঁরই।"

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَىْءٍ فَحُكْمُهُ اِلَى اللهِ (الشورى -١٠)

"তোমাদের মধ্যে যে মতভেদই হোকনা কেন তার চূড়ান্ত মিমাংসা আল্লাহর নিকট থেকে নিতে হবে।" - আশ শুরা, ১০ আয়াত;

اِنَّ اللهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ (المائده-١)

"নিঃ সন্দেহে আল্লাহ যা খুশি সীদ্ধান্ত নেন।" - আল-মায়েদার ১'

بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَىْءٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ (يس - ٨٣)

قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا اِنْ اَرَادَبِكُمْ ضَرًّا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا (الفتح -١١)

-বল, তোমাদের কে রক্ষা করতে পারে যদি আল্লাহ তোমাদের ক্ষতি করতে চান? অথবা তিনি যদি তোমাদের উপকার করতে চান তবে কে তা থেকে রুখতে পারে? কে আছে এমন? -আল ফাতাহ,

وَلَهُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُوْنَ (الروم -٢٦)

-আসমান-যমীনে যা কিছু আছে সবই তাঁর; সব কিছুই তাঁর নির্দেশের অনুগত। - আর রুম. ২৬ঃ

يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ اِلَى الْاَرْضِ (السجدة -٥)

-আকাশ থেকে যমীন পর্যন্ত সকল কিছুর ব্যবস্থাপনা-পরিচালনা একমাত্র তিনিই করেন। আস্ সিজদাহ ৫ঃ

مَالَهُمْ مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا يُشْرِكُ فِىْ حُكْمِهٖ اَحَدًا (الكهف -٢٦)

-বান্দাহদের জন্য তিনি ছাড়া কোন পৃষ্ঠপোষক নেই. আপন নির্দেশে তিনি কাউকে শরীক করেন না। -আল কাহাফ, ২৬ ঃ

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ (الفرقان -٢)

-এবং তাঁর রাজত্বে কোন অংশীদার নেই।- আল ফোরকান, ২ঃ

يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَىْءٍ قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهٗ لِلّٰهِ (ال عمران -١٥٤)

-তারা বলে। শাসনতন্ত্রে) আমাদের এখতিয়ারে কিছু আছে কি? বল, এখতিয়ার সবটুকুনই আল্লাহর। আল ইমরান ১৫৪ ঃ

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (البقرة -١٠٧)

-তুমি কি জাননা যে, আকাশ ও যমীনের রাজত্ব আল্লাহর? -আল বাকারাহ, ১০৮ঃ

لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ (الحديد -٥)

"সকল বস্তুর এখতিয়ার তাঁর হাতে। তাঁরই দরবারে তোমাদের সকলকে ফিরে যেতে হবে। -ইয়াসীন, ৮৩

اِنَّهٗ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيْدُ - وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدُ - فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ (البروج ١٣-١٦)

-তিনিই সূচনা করেন, তিনিই পুনরাবৃত্তি করেন, তিনি ক্ষমাশীল, তিনি ভালবাসেন, তিনি মহান, রাজ্য-সিংহাসনের একচ্ছত্রাধিপতি। তিনি যা ইচ্ছে তা-ই করেন। -আল বুরুজ, ১২-১৩ ঃ

وَاللهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهٖ (الرعد-٣١)

-আল্লাহ ফয়সালা করেন। তাঁর সীদ্ধান্ত রদ করার বা পুনর্বিবেচনা করার কেউ নেই। আর রা'দ,৪১;

تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ (الملك -١)

-সকল বরকত মহিমা সেই মহান সত্তার,রাজত্ব যাঁর হাতের মুঠোয়, তিনি সকল জিনিসের ওপর ক্ষমতাবান।-আল মুলুক. ১ঃ

وَلَهٗ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا (ال عمران -٨٣)

- আকাশ ও যমীনে বসবাসকারী সকলেই ইচ্ছায় কিম্বা অনিচ্ছায় তাঁরই নির্দেশের অনুগত।- আলে ইমরান, ৮৩ঃ

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ (الانعام -١٨)

বান্দাহদের উপর নিয়ন্ত্রণাধিকার একমাত্র তাঁরই, তিনি কর্তৃত্বের মালিক মহাজ্ঞানী এবং সর্বজ্ঞ। - আল আনয়াম,১৮ ঃ

اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ (الحشر -٢٣)

-(তিনি) রাজ্যাধিপতি, ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ভুল-ভ্রান্তি থেকে মুক্ত, শান্তি ও নিরাপত্তা প্রদানকারী, প্রতাপশালী, শক্তিবলে নির্দেশজারী করেন, বিপুল মহিমার অধিকারী ও মহত্বের মালিক।-আল হাশর, ২৩ঃ

-আসমান ও যমীনের বাদশাহী তাঁরই, সকল ব্যাপার তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হয়। -আল হাদীদ,৫ :

اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ . لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ . لَهٗ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَمَافِى الْاَرْضِ مَنْ ذَاالَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ يَعْلَمُ مَابَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ (البقرة -٢٥٥)

-তিনি চিরঞ্জীব আপন ক্ষমতাবলে উদ্ভূত। নিদ্রা তন্দ্রা কিছুই তাঁকে স্পর্শ করেনা। আকাশ ও যমীনে যা কিছু আছে সবই তাঁর, তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর সামনে সুপারিশ করতে পারে এমন কেউ নেই যা কিছু মানুষের সামনে আছে আর যা কিছু, আছে তাদের নিকট প্রচ্ছন্ন তা সবই তিনি জানেন। - আল বাকারাহ, ২৫৫ :

لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ (الانبياء -٢٣)

-তিনি যা কিছু করেন তজ্জন্য কারও সামনে জবাবদিহি নন। অন্য সবাই জবাবদিহি হতে বাধ্য ।-- আল আম্বিয়া, ২৩ :

কোরআন কারীমের এসব আয়াত সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে যে, প্রভুত্ব একমাত্র আল্লাহ পাকের। তাঁর নিজের ইচ্ছা ব্যতীত বাইরের এমন কোন শক্তি কোথায়ও নেই যা তাঁর শাসন ক্ষমতা ও প্রভুত্বঅধিকারকে বিন্দুমাত্র সীমাবদ্ধ বা সংকোচিত করতে পারে।

সর্বাভৌম ক্ষমতার একচ্ছত্র মালিক আল্লাহ

ইসলাম এই মর্মে দৃঢ়তার সাথে চূড়ান্ত ঘোষণা দিয়েছে যে আইনগত 'হাকেমিয়ত' অর্থাৎ প্রভুত্ব একমাত্র তাঁরই স্বীকার করতে হবে: যার প্রভুত্ব সমগ্র বিশ্ব নিখিলের ওপর এবং গোটা মানব জাতির উপর নিরংকুশ ভাবে বাস্তবিক পক্ষেই স্থাপিত হয়ে আছে। কোরআন মজিদে একথা ব্যাপক ভাবে বিভিন্ন স্থানে বহুল আলোচিত হয়েছে।

قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِىْ رَبًّا وَّهُوَ رَبُّ كُلِّ شَىْءٍ (الانعام -١٦٤)

-বল, আল্লাহ ছাড়া আমি কি অন্য কোন প্রভু তালাশ করব? অথচ তিনিই তো সকল বস্তুর রব। -আল আনয়াম, ১৬৪ :

اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ . اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ ذَالِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ (يوسف -٤٠)

আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর হুকুম দেবার ও প্রভুত্ব ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার নেই। তিনি আদেশ করেছেন যে,দাসত্ব ও অনুগত্য একমাত্র তাঁরই করতে হবে। বস্তুতঃ মানব জীবনের জন্য এটাই একমাত্র সুষ্ঠু মজবুত ও সঠিক পন্থা।
- ইউসুফ, ৪০

اِتَّبِعُوْا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَآءَ (الاعراف -٣)

একমাত্র সেই আইন বিধানই মেনে চল এবং অনুসরণ কর যা তোমাদের জন্য তোমাদের প্রভু অবতীর্ণ করেছেন। এবং তাঁকে পরিত্যাগ করে অন্য কোন পৃষ্ঠপোষক বা নেতার অনুসরণ করনা। - আল আ'রাফ, ৩:

আল্লাহ পাকের এ আইনগত প্রভুত্ব অমান্য করাকে কোরআন মজীদে পরিষ্কার ভাবে কুফরী বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ (المائده -٤٤)

আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী যারা ফায়সালা করেনা তারাই কাফের । - আল মায়েদা, ৪৪:

এ আয়াত হতে স্পষ্টরূপে জানা যায় যে আল্লাহ পাকের আইনগত প্রভুত্ব স্বীকার করার নাম ঈমান; এবং একে অস্বীকার করার নাম কুফর ।

اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ . وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ (المائده-٥٠) -

-তারা কি জাহিলিয়াতের (মানব রচিত) ফায়সালা চায় ? অথচ বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহর চেয়ে উত্তম ফায়সালা কারী আর কে হতে পারে ? - আল মায়দা, ৫০

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ (البقرة-٢٢٩)

-এসব হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা রেখা, অতঃপর তা লংঘন করো না। যারা আল্লাহর সীমা রেখা সংঘন করে তারাই যালেম।--আল বাকারাহ, ২২৯:

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ

-রাসূল নিজের ইচ্ছামত কথা বলেন না। তিনি যা-ই বলেন তা সবই অহী বা অহী হয়ে (আল্লাহর নিকট থেকে) নাজিল হয়।-আন নাজ্‌ম ৪:

রাসূল (সঃ) এর আনুগত্য স্বীকার ও অনুসরণ পর্যায়ে কোরআন পাকে অসংখ্য নির্দেশ রয়েছে যেমন :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ (الاحزاب -٣٦)

আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সঃ) যখন কোন ফায়সালা করে দেন তখন তা গ্রহণ করা না করার কোন এখতিয়ারই কোন মুমীন স্ত্রী পুরুষের থাকতে পারে না। - আল আহজাব, ৩৬ :

وَمَا آتَكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا (الحشر -٧)

আর রাসূল (সঃ) তোমাদের যা দেয় তোমরা তা গ্রহণ কর এবং যে কাজ করতে নিষেধ করে তোমরা তা থেকে বিরত থাক।-আল হাশর, ৮।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (الاحزاب -٢١)

নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে উত্তম-উন্নত আদর্শ রয়েছে। - আল আহযাব, ২১

مَنْ يُطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ (النساء ٨٠)

যে লোক রাসূলের অনুসরণ করে চললো সে আল্লাহকে মেনে চললো। -আন নিসা, ৮০ :

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ (ال عمران -٣١)

বলে দাও তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে তোমরা আমাকে (রাসূলকে) অনুসরণ কর, তাহলে আল্লাহও তোমাদের ভাল বাসবেন। - আল ইমরান, ৩১

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا (النساء -٦٥)

তোমার রবের নামে শপথঃ 'লোকেরা ইমানদার হতেই পারেনা, যদি তোমাকে তাদের পারস্পরিক ব্যাপারে বিচারক বলে মেনে না নেয় এবং এরূপ না হয় যে, তুমি যা কিছু ফায়সালা করবে সে ব্যাপারে তারা নিজেদের মনে

قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ أَنْ يَّتَحَاكَمُوْا إِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ أُمِرُوْا أَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ وَيُرِيْدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلًا م. بَعِيْدًا (النساء- ٦٠)

তুমি কি সে সব লোক দেখনি? যারা দাবী করে যে তোমার ওপর নাযিলকৃত কিতাবের প্রতি তারা ঈমান এনেছে এবং তোমার পূর্বে নাযিলকৃত কিতাবের প্রতিও ঈমান এনেছে। অতঃপর ফায়সালার জন্য নিজেদের ব্যাপারগুলো তারা "তাগুত' (মানব রচিত আইন) এর কাছে নিয়ে যেতে চায়, অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তাকে (তাগুতকে) অস্বীকার করার। শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে অনেক দূরে নিয়ে যেতে চায়। --আন নিসা, ৬০ :

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ (الجاثيه ١٨)

অতঃপর আমি তোমাকে প্রত্যেকটি ব্যাপারে দ্বীনের এক বিশেষ পন্থার (শরিয়তের) উপর স্থাপন করেছি। সুতরাং তুমি তারই অনুসরণ করবে যাদের কোন জ্ঞান নেই তাদের খায়েশের অনুসরণ করোনা। - আল জাসিয়া, ১৮:

وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا وَاقٍ (الرعد ٣٧)

-তোমার কাছে যে জ্ঞান এসেছে তার পরও তুমি যদি তাদের খায়েশের অনুসরণ কর তাহলে আল্লাহর মোকাবিলায় তোমার কোন সাহায্যকারী এবং রক্ষাকারী থাকবেনা।-আর রা'দ ৩৮ :

রাসূলে করীম (সঃ) এর মর্যাদা

কোরআন মজীদ রাসূলে করীম (সঃ) এবং তাঁর কার্যাবলীকে মুসলমানদের জন্য শরীয়ত বানিয়ে দিয়েছেন এবং তা অনুসরণ করা প্রত্যেক মুসলমান নরনারীর জন্য ফরজ করে দেয়া হয়েছে।

রাসূল (সঃ) কখনো নিজের ইচ্ছা বা কল্পনার ভিত্তিতে কথা বলতেন না যা তাঁর নিকট অহী হয়ে আসতো আল্লাহর কাছ থেকে তিনি কেবল তাই বলতেন এবং করতেন। সুতরাং যে বিষয় কোরআন স্পষ্ট কিছু বলেনি সে ক্ষেত্রে রাসূল (সঃ) এর অনুসরণ করা অপরিহার্য কর্তব্য।

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى (النجم -٤)

কোন কুণ্ঠা ও দ্বিধা বোধ করবে না এবং তারা (তোমার ফায়সালাকে অবনত মস্তকে) মেনে নেবে।-আন নিসা, ৬৫ :

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَاتَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا (النساء-١١٥)

হেদায়াত স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও যে ব্যক্তি রাসূলের সাথে মত-বিরোধ করে তাঁর বিরোধিতা করে এবং ইমানদারদের পথ ত্যাগ করে অন্য পথ অবলম্বন করে, সে নিজে যে দিক ফিরে যেতে চায় আমি তাকে সেদিকে ফিরিয়ে দেব, পরিশেষে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে আর জাহান্নাম অতি নিকৃষ্ট ঠিকানা- আন নিসা, ১১৫ :

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللهِ (النساء-٦٤)

আমি যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তা করেছি এজন্য যে, আল্লাহর নির্দেশক্রমে তাঁর আনুগত্য করা হবে। -আন নিসা, ১১৫ :

ইসলামী রাষ্ট্রে রাষ্ট্র প্রধানের গুণাবলী

ইসলামী শরীয়াত প্রথম হতেই রাষ্ট্রশাসক নিয়ন্ত্রনে রাখার পদ্ধতি ও আদর্শ পেশ করেছে, বলেছে সে হবে জনগণের প্রতিনিধি। তার সীমা লংঘনমূলক কাজকর্ম ও ভুল-ভ্রান্তির বিষয় জনগণের নিকট জবাবদিহি করতে সে বাধ্য হবে। ফলে ইসলাম শাসক ও শাসিত সকলকেই একই মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে এ ব্যাপারে কোন পক্ষপাতিত্বের সুযোগ রাখা হয়নি। এখানে রাষ্ট্র প্রধান নির্বাচনের মূলনীতি পেশ করা হচ্ছে :-

রাষ্ট্র প্রধানকে মুসলমান হতে হবে-

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ (النساء-٥٩)

-হে ঈমানদার গণ, আনুগত্য কর আল্লাহর; অনুসারী হও তাঁর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে থেকে (নির্ধারিত) রাষ্ট্র পরিচালকদেরকেও মেনে চলো।-আন নিসা, ৫৯ :

রাষ্ট্র প্রধানকে সুস্থ বিবেক বুদ্ধি ও বয়সপ্রাপ্ত বালেগ হতে হবে :-

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِىْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا (النساء -٥)

-তোমাদের ধনসম্পদ যাকে আল্লাহ তোমাদের অস্তিত্ব বজায় রাখার উপায় স্বরূপ করে দিয়েছেন তা নির্বোধ লোকদের হাতে সোপর্দ করো না! -আন নিসা, ৫ :

রাষ্ট্র প্রধানকে দারুল ইসলামের অধিবাসী হতে হবে।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يُهَاجِرُوْا مَالَكُمْ مِّنْ وَّلَايَتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا (الانفال -٧٢)

-যারা ঈমান এনেছে কিন্তু হিজরত করে (দারুল ইসলামে) আসেনি তাদের পৃষ্ঠ-পোষকতায় তোমাদের কোন জরুরত নেই, যতক্ষন না তারা হিজরত করে। - আল আনফাল, ৭২ :

রাষ্ট্র প্রধানকে বিদ্যা-বুদ্ধি ও শারীরিক সুস্থতা থাকতে হবে।

قَالَ اِنَّ اللهَ اصْطَفٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهٗ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ (البقرة -٢٤٧)

-নবী বললেন, আল্লাহতায়ালা শাসন কার্যের জন্য তোমাদের উপর তাঁকে (তালুতকে) মনোনীত করেছেন, এবং তাঁকে জ্ঞান-বুদ্ধি এবং দৈহিক শক্তি দান করেছেন। - আল বাকারাহ, ২৪৭ :

যাদের নেতৃত্ব গ্রহণ যোগ্য নয়

ইসলামী রাষ্ট্রের শাসক বর্গের আসল কাজ হচ্ছে আল্লাহপাকের বিধি নিষেধ জারি ও কার্যকরী করা এবং এ আইন বাস্তবায়নের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা। বস্তুতঃপক্ষে এই বৈশিষ্ট্য তাকে একটি অমুসলিম রাষ্ট্র থেকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে নতুবা ইসলামী রাষ্ট্র ও কাফের রাষ্ট্রের পার্থক্য রইল কোথায়?

কোরআন মজীদ শাসক বর্গের আদেশ মানার ব্যাপারে শর্ত আরোপ করেছে যে তারা যতক্ষন আল্লাহ ও রাসুল (সঃ) এর বিধান অনুসরণ করবে ততক্ষন জনগন তাদের আদেশ নিষেধ মেনে চলবে। আর যখন তারা আল্লাহ ও রাসুল (সঃ) এর নাফরমানী বিদয়াত এবং শরীয়ত বিরোধী নীতির প্রচলন করার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করবে তখন তাদের নেতৃত্ব মুসলমানদের জন্য আদৌ গ্রহণযোগ্য হবে না।

وَلَا تُطِيْعُوْا اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ الَّذِيْنَ يُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ (الشعرا-١٥٢)

-যারা আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লংঘন করে তারাই পৃথিবীতে অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে। শান্তি শৃংখলা বিধানের কোন কাজ তারা করে না এ ধরনের নেতাদের নেতৃত্ব তোমরা আদৌ স্বীকার করবে না। - আশ শোয়ারা, ১৫২ :

وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ اَمْرُهُ فُرُطًا

(الكهف -٢٨)

-এমন কোন লোকের আনুগত্য করনা যার অন্তরে আমার (আল্লাহর) স্মরণ নেই এবং যে নিজের নফসের খাহেশ লালসা ও বাসনা চরিতার্থ করার পথ অবলম্বন করেছে এবং সীমা লংঘন করাই যার অভ্যাস। - আল কাহাফ, ২৮ :

নেতৃত্ব মানা না মানা সম্পর্কে হাদীছ শরীফে বলা হয়েছে :

لَاطَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

-কারুর অনুগত্য করলে যদি মহান সৃষ্টি কর্তার নাফরমানী হয়ে যায় তাহলে তা কিছুতেই করা যাবেনা।

لَاطَاعَةَ فِىْ مَعْصِيَةٍ اِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوْفِ (بخارى ومسلم)

-আনুগত্য করা যাবে কেবল মাত্র ন্যায় সংগত ও শরিয়ত সম্মত ব্যাপার অন্যক্ষেত্রেনয়-বুখারী-মুসলীম।

রাষ্ট্র প্রধান ও নেতৃস্থানীয় লোকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে :-

مَنْ اَمَرَكُمْ مِنْهُمْ مَعْصِيَةً فَلَا سَمْعَ لَهُ وَلَا طَاعَةَ

তাদের কেউ যদি কোন না-ফরমানী বা গোনাহের কাজের নির্দেশ দেয় তাহলে তা শোনাও যাবেনা মানাও যাবেনা। (হাদীছ)

مَنْ اَحْدَثَ فِىْ اَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ (بخارى ومسلم)

-আমাদের উপস্থাপিত ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় যে কোন নতুন নিয়ম পদ্ধতি বা মতবাদের প্রচলন করবে; যা তার সামগ্রিক প্রকৃতির সাথে কিছু মাত্র খাপ খায়না তা অবশ্যই প্রত্যাখান করতে হবে। - বুখারী-মুসলীম

مَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ اَعَانَ عَلٰى هَدْمِ الْاِسْلَامِ (بيهقى)

-ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় কোন বিদয়াত, অনৈসলামিক রীতির পদ্ধতি প্রচলন কারীকে যে সম্মান প্রদর্শন করবে সে ইসলামকে মূলোৎপাটনের সাহায্য করল। - বায়হাকী।

ইসলামী রাষ্ট্রের মৌলনীতি

ইসলামী রাজনীতির লক্ষ্য হচ্ছে মুসলমানদের ঐক্য ও সহযোগীতার জন্য একটি রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ব্যবস্থা করা। আল্লাহপাক কোরআন মজীদে এরশাদ করেছেন:

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاۤءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖۤ اِخْوَانًا (ال عمران -١٠٣)

-তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর রজ্জুকে মজবুত ভাবে ধারণ কর, আর বিচ্ছিন্ন হয়োনা। এবং স্মরণ কর আল্লাহর সেই অনুগ্রহের কথা যখন তোমরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু ছিলে অতঃপর আল্লাহ তোমাদের অন্তরে পরস্পরের প্রীতি মহব্বত সৃষ্টি করে তোমাদেরকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন। তোমরা তো একটি অগ্নিকুন্ডের মুখোমুখি হয়েছিলে আল্লাহ পাক তা থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করেছেন। এভাবে আল্লাহ তোমাদের নিকট তার বাণী স্পষ্ট করে তোলেন যাতে তোমরা পথের নির্দেশ পাও। আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকতে হবে যারা জনগনকে সুকৃতির আদেশ করবে আর দুষ্কৃতি থেকে বিরত রাখবে। আর এরাই হবে চিরস্থায়ী সুখের অধিকারী। - আল ইমরান, ১০৩-১০৪ :

বস্তুতঃ ইসলামী রাষ্ট্র একটি আদর্শিক চিন্তামূলক রাষ্ট্র তা প্রতিষ্ঠিত হয় ইসলামী আকিদা ও বিশ্বাসের ওপর। এজন্যে ইসলামী রাষ্ট্র কোন ভৌগলিক সীমারেখার মধ্যে সীমিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা নয়; এবং কোন 'জাতি, শ্রেণী-ভিত্তিক রাষ্ট্রও নয়, তা হচ্ছে নিছক একটি মতাদর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্র। কোন বর্ণ, জাতীয়তা বা আঞ্চলিকতার গুরুত্ব এখানে স্বীকৃত নয় বরং জাতীয়তা বাদীদের সম্পর্কে হুজুর (সঃ) বলেছেন :-

لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا اِلٰى عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلٰى عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلٰى عَصَبِيَّةٍ (ابو داؤد)

--"গোত্রগত স্বার্থের কথা যে ঘোষণা করে সে আমার দলভুক্ত নয়, গোত্রগত স্বার্থের জন্য যে লড়াই করে সে আমার দলভুক্ত নয়; গোত্রের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে মৃত্যু বরণ করে সেও আমার দলভুক্ত নয় । আবু দাউদ ।

এই আদর্শের কারণেই ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব বিশ্ব রাষ্ট্র হওয়া, যেখানে থাকবে অসংখ্য জাতি, সম্প্রদায়, শ্রেণী বর্ণ ও গোত্রের লোক সমান মর্যাদা ও অধিকার নিয়ে। এ রাষ্ট্রকে যে মহান উদ্দেশ্য

ও লক্ষ্য নিয়ে কাজ করতে হবে তা হচ্ছে মানবজীবনে ইনসাফ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা ও জুলুম নির্যাতনের অবকাশ খতম করা।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ (الحديد -٢٥)

-আমি আমার রাসূলগণকে উজ্জ্বল যুক্তি প্রমাণ সহকারে পাঠিয়েছি। সেই সাথে কিতাব ও 'মিযান' নাযিল করেছি, যেন মানুষ ইনসাফ ও সুবিচার কায়েম করতে পারে। --আল হাদীদ, ২৫ঃ

'মিযান' অর্থ আদল ন্যায় বিচার। অন্যত্র আল্লাহ পাক এ রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সম্পর্কে এরশাদ করেছেন।

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ (الحج ٤١)

-তারা এমন ব্যক্তি এদেরকে যদি আমি পৃথিবীতে শাসন ক্ষমতা দান করি তাহলে তারা নামাজ কায়েম করবে, জাকাত দিবে সৎকাজের নির্দেশ দিবে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে লোকদেরকে বিরত রাখবে। --আল -হজ্ব.৪১ঃ

ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র যে ক'টি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে তা নিম্নরূপ।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ (النساء ٥٩)

-হে ঈমানদারগণ' তোমরা যারা ঈমান এনেছ, তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের 'উলিল আমরের', অতঃপর তোমাদের যদি কোন বিষয়ে বিরোধ দেখা দেয় তবে তা আল্লাহ এবং রাসূলের সমীপে পেশ কর। যদি তোমরা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাস করে থাক। -আন নিসা, ৫৯ঃ

এ আয়াতটিতে শাসনতান্ত্রিক কতিপয় ধারা স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে।

প্রথমতঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য সকল আনুগত্যের চেয়ে অগ্রগণ্য। দ্বিতীয়তঃ 'উলিল আমরের' আনুগত্য আল্লাহ রাসূলের আনুগত্যের

অধীন থাকতে হবে। তৃতীয়তঃ উলিল আমর ইমানদারদের মধ্যে হতে হবে। চতুর্থতঃ শাসকবর্গ এবং সরকারের সাথে মত বিরোধের অধিকার জনগণের থাকবে। পঞ্চমতঃ বিরোধ দেখা দিলে আল্লাহ ও রাসূলের বিধানই হবে চূড়ান্ত ফায়সালা কারী দলীল। ষষ্ঠতঃ খেলাফত ব্যবস্থায় এমন একটি প্রতিষ্ঠান থাকতে হবে, উলিল আমর এবং জনগণের চাপ প্রভাব মুক্ত হয়ে উর্ধতন আইন অনুযায়ী সে প্রতিষ্ঠান যাতে সকল বিরোধ মিমাংসা করতে পারে। কোরআন মজিদ এ ব্যাপারে এরশাদ হচ্ছেঃ-

وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ (النساء ٥٨)

-তোমরা যখন লোকদের মাঝে বিচার ফায়সালা করবে তখন অবশ্যই সুবিচার করবে। -আন নিসা, ৫৮ঃ

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى اَلَّا تَعْدِلُوْا (المائده)

-কোন বিশেষ শ্রেণীর, বা জাতির লোকদের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে কোনরূপ অবিচার করতে উদ্বুদ্ধ না করে। --আল মায়েদা,

وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ (ص ٢٦. ٣٦)

-নিজেদের নফসের কামনা বাসনার অনুসরণ করোনা। এরূপ করলে। তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেবে।--ছদ, ৩৬ঃ

স্বাধীনতার জন্য জিহাদ

বাস্তব যুদ্ধের বেলায় আলকোরআন জিহাদ শব্দটি শুধুমাত্র প্রতিরক্ষা মূলক যুদ্ধ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। মানুষের ধর্মের স্বাধীনতা তাঁর দেশের স্বাধীনতা এবং তার সমাজের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধই হচ্ছে জিহাদ। কোরআন মজিদ বলছেঃ-

اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ- اَلَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّا اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ- وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا (الحج -٤٠.٣٩)

যুদ্ধের অনুমতি তাদেরকেই দেয়া হয় যাদের বিরুদ্ধে অন্যায় ভাবে যুদ্ধ করা হচ্ছে। আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম, যারা শুধু এই কারণে তাদের ঘর বাড়ী থেকে বিতাড়িত হয়েছে যে, তারা বলতো 'আমাদের প্রতিপালক হচ্ছেন আল্লাহ; এবং আল্লাহ যদি কিছু লোকের দ্বারা অন্য কিছু

লোককে প্রতিহত না করতেন তাহলে নিশ্চিত যে সব গীর্জা, সীনাগগ ও মসজিদ যে সব স্থানে আল্লাহর নাম ঘন ঘন উচ্চারিত হয় সেগুলো বিধ্বস্ত হয়ে যেত। -আল-হজ্ব,৪১ঃ

সকল মুহাদ্দেছীন ও মুফাস্সেরীন এ ব্যাপারে একমত যে কোরআন মজিদে জিহাদ সম্পর্কিত এ আয়াতটিই প্রথম নাজিল হয়েছে। উদ্ধৃত দুটো আয়াতে আল কোরআন শত্রুর আক্রমনের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার মৌলিক নীতি ঘোষণা করেছেঃ যে নীতির কারনেই শুধু যুদ্ধনীতি সংগত বলে গণ্য হতে পারে। তা ছাড়া "মঠ, গীর্জা, সিনাগগ ও মসজিদের" উল্লেখ দ্বারা এটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়েছে যে মুসলমানেরা শুধু তাদের নিজেদের সমাজেরই রাজনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক আযাদী রক্ষা করবেনা বরং তাদের মধ্যে যেসব অমুসলিম বাস করে তাদের আযাদীও রক্ষা করবে।

ইসলাম কোন অবস্হাতেই আক্রমনাত্মক যুদ্ধ অনুমোদন করে না।

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا اِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ

-তাদের বিরুদ্ধে তোমরা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করো যারা তোমাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে কিন্তু তোমরা নিজেরা আক্রমন করবেনা, কারণ আল্লাহ আক্রমন কারীকে পছন্দ করেন না।

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلّٰهِ فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ

-এবং তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করো যতক্ষণ না অত্যাচার নির্মূল হয় এবং মানুষ মুক্ত ভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে সক্ষম হয় (শাব্দিক অর্থে- দ্বীন শুধু আল্লাহর জন্য হয়)। কিন্তু যদি তারা নিবৃত্ত হয় তাহলে সমস্ত বিরুদ্ধতা বন্ধ করতে হবে শুধু অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে ছাড়া।

রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার জন্যে প্রয়োজনীয় কাজে ঝাপিয়ে পড়া জনগণের কর্তব্য ও দায়ীত্ব। রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার জন্যে যে কোন কাজ করাকে ইসলাম জিহাদ 'ফি সাবিলিল্লাহ' বলেছে। কোরআন ও হাদীছে এ বিষয়ে বহু উৎসাহ বাণী রয়েছে আর যারা এ কাজে কুন্ঠা বোধ করবে এবং ইচ্ছে করে গাফলতি দেখাবে তার কঠিন শাস্তির কথাও বলা হয়েছে।

পররাষ্ট্র নীতির মূলনীতি

ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে আল কোরআন নিম্নরূপ হেদায়েতপ্রদনে করেছেঃ-

আন্তর্জাতিক ন্যায় বিচার

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى اَلَّا تَعْدِلُوْا اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى

(المائدة-٨)

এবং কোন দলের শত্রুতা তোমাদেরকে যেন এতটুকু ক্ষিপ্ত না করে, যাতে তোমরা বে-ইনসাফী করে বসো, ন্যায় বিচার করো, তা তাকওয়ার নিকটবর্ত্তী। -আল মায়েদা, ৮ঃ

কাজ কর্মে বিশ্বস্হতা

وَلَا تَتَّخِذُوْا اَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ (النحل -٩٤)

-তোমাদের শপথকে নিজেদের মধ্যে প্রতারণা প্রবঞ্চনার মাধ্যম করোনা।-আন নহল ৯৪ঃ

চুক্তি-অঙ্গীকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন-

وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا (بنى اسرائيل -٣٤)

চুক্তি-অঙ্গীকার পুরো করো, নিশ্চয়ই চুক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।-বনি ইস্রাইল, ৩৪ঃ

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّتِيْ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ م. بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْكَاثًا تَتَّخِذُوْنَ اَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ اَنْ تَكُوْنَ اُمَّةٌ هِيَ اَرْبٰى مِنْ اُمَّةٍ (النحل ٩٢)

-তোমরা সে মহিলার মত হয়োনা যে আপন শ্রম দিয়ে সুতা কেটে পরে তা টুকরা টুকরা করে ফেলে, (অনুরূপ ভাবে) তোমরা একজাতি অন্য জাতির চেয়ে বেশী ফায়দা লাভ করার জন্য নিজেদের চুক্তি নিজেদের মধ্যে প্রতারনার মাধ্যম বানায়োনা। -আন নহল, ৯২ঃ

فَمَا اسْتَقَامُوْا لَكُمْ فَاسْتَقِيْمُوْا لَهُمْ - اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ (التوبة-٧)

-দ্বিতীয় পক্ষের লোক যতক্ষন তোমাদের সাথে অঙ্গীকারে অটল থাকে, তোমরাও অটল থাকো। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরহেযগারদের ভালবাসেন।-আত্ তওবা, ৮ঃ

اِلَّا الَّذِيْنَ عَاهَدْتُّمْ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْئًا وَّلَمْ يُظَاهِرُوْا عَلَيْكُمْ اَحَدًا فَاَتِمُّوْا اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلٰى مُدَّتِهِمْ (التوبه -٤)

-মুশরিকদের মধ্যে তোমরা যাদের সাথে অঙ্গীকার করেছ, অতঃপর তারাও তোমাদের সাথে সে অঙ্গীকার পুরণে কোন ত্রুটি করেনি, তোমাদের বিরুদ্ধে কারও সাহায্যও করেনি' এমতাবস্থায় তাদের অঙ্গীকার মেয়াদ পর্যন্ত পুর্ণ করা হবে। -আত তওবা, ৪ঃ

وَاِنِ اسْتَنْصَرُوْاكُمْ فِى الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اِلاَّ عَلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيْثَاقٌ (الانفال -٧٦)

(আর যদি শত্রুর এলাকায় বসবাসকারী মুসলমানরা) তোমাদের কাছে সাহায্য চায় তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। অবশ্য এমন কোন জাতির বিরুদ্ধে এ সাহায্য করা যাবেনা যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি রয়েছে।-আল আনফাল, ৭২ঃ

وَاِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَاءٍ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْخَائِنِيْنَ (الانفا-٥٨)

-কোন জাতির পক্ষ থেকে তোমাদের যদি খেয়ানত (চুক্তিভঙ্গ) এর আশংকা হয় তাহলে (তাদের চুক্তি) তাদের প্রতি ছুঁড়ে মার। অবশ্য সমতার প্রতি লক্ষ রেখে (তা করতে হবে)। আল্লাহ নিশ্চয়ই খেয়ানত কারীকে পছন্দ করেন না। --আল আনফাল, ৫৮ঃ

শত্রুভাবাপন্ন নয় এমন শক্তির সাথে বন্ধু সুলভ আচরন-

لاَ يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ (الممتحنه -٨)

-যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেনি, তোমাদের নিবাস থেকেও তোমাদেরকে বের করেনি, তাদের সাথে সদাচারন এবং ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। ইনসাফ কারীদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন। --আল মুমতাহিনা, ৮ঃ

যারা অসংযত আচরন করে, তাদের সাথে ততটুকু বাড়াবাড়ি করা যাবে যতটুকু তারা করেছে-

فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ (البقرة ١٩٦)

যারা তোমাদের সাথে বাড়াবাড়ি করে তোমরাও তাদের সাথে ততটুকু বাড়াবাড়ি করো যতটুকু তারা করেছে। এবং আল্লাহকে ভয় করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন।-আল বাকারাহ, ১৯৬ঃ

ইসলামী আইনে দন্ডবিধি

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায়, হত্যাকারী, রাষ্ট্রদ্রোহী, চোর, ব্যভিচারী, ও জেনার মিথ্যা দোষারোপকারী প্রভৃতি অপরাধীদের জন্য কোরআন মজিদে কঠোর দন্ড বিধির ব্যবস্থা রয়েছেঃ-

হত্যার শাস্তি ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى (البقرة ٧٨)

-হে ঈমানদার গণ তোমাদের প্রতি নর হত্যার শাস্তি স্বরূপ 'কিছাছ' নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। ('কিছাছ' অর্থ -হত্যার বদলে হত্যা, রক্তের বদলে রক্ত)।-আল বাকারাহ, ৭৮ঃ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلاَّ خَطَئًا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ اِلٰى اَهْلِهٖ (النساء- ٩٢)

-কোন মুমীন মুসলমানের পক্ষে অপর মুমীন মুসলমানকে হত্যা করা জায়েজ নয়, হ্যাঁ, হত্যা ভুলবশতঃ হলে অন্য কথা। যদি ভুলবশতঃ কেউ কোন মুমীনকে হত্যা করে তা'হলে কোন মুমীন ক্রীতদাসকে মুক্ত করতে হবে এবং নিহত ব্যক্তির পরিবার বর্গের নিকট দিয়েত (রক্তের বিনিময় মূল্য) সোপর্দ করে দিতে হবে। -আন নিসা, ৯২ঃ

اِنَّمَا جَزٰؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُقَتَّلُوْا اَوْ يُصَلَّبُوْا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ (المائدة -٣٣)

-যে সব লোক আল্লাহ ও তার রাসূলের মুকাবিলা করবে এবং জমীনে বিপর্যয় সৃষ্টির চেষ্টা করবে তাদের শাস্তি হলো, হয় তাদের হত্যা করা হবে, না হয় শূলে দেয়া হবে, না হয় তাদের হাত পা বিপরীত দিকে থেকে কেটে ফেলা হবে, অথবা তাদের দেশ থেকে বিতারিত করা হবে। -আল মায়েদা, ৩৩ঃ

চুরির শাস্তিঃ

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا (المائدة -٢٨)

-চোর পুরুষ বা নারী তাদের উভয়ের হাত কেটে ফেলো
-আল মায়েদাহ, ২৮ঃ

ব্যাভিচারের শাস্তি ঃ

وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ
(النور-٢)

ব্যাভিচারী পুরুষ ও মেয়েলোক তাদের প্রত্যেককে একশ'টা করে দোররা মারো। আন নুর, ২ঃ

জ্বেনার মিথ্যা দোষারোপ কারীর শাস্তি ঃ

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً (النور-٤)

-যারা নির্দোষ নিষ্কলংক চরিত্রের মহিলাদের উপর মিথ্যা চারিত্রিক দোষারোপ করবে, অতঃপর তার সমর্থনে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে পারবেনা, তাদের আশিটি দোররা মারো। -আন নুর, ৪ঃ

এ ছাড়াও কোরআন হাদীছে রয়েছে অসংখ্য ছোট বড় অপরাধের দন্ড বিধান।

ইসলামের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা

ইসলামী শরীয়তই সর্বপ্রথম সামাজিক এ রাষ্ট্রীয় সহযোগিতার বিধান পেশ করেছে। বলে দিয়েছে সামাজিক নিরাপত্তার বিধান।

সরকার ও নাগরতকদের পারস্পরিক সহযোগিতা

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
(المائدة ٢)

-তোমরা পরস্পরের সাথে সহযোগিতা কর, নেক কাজ ও খোদাভীরুতার কাজে আর নাফরমানী তথা খোদাদ্রোহিতার ও গোনাহের কাজে সহযোগিতা করবেনা -আল মায়েদাহ, ২ঃ

অশ্লীলতা নিষিদ্ধ করন-

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ (الاعراف ٣٠)

বল হে নবী, আমার খোদা নিঃসন্দেহে হারাম করে দিয়েছেন গোপন বা প্রকাশ্য নির্লজ্জতা, পংকিলতা, অন্যায় পাপ এবং অকারন বিদ্রোহ বা সীমা লংঘন কারীকে। -আল আ'রাফ, ৩০ঃ

মালিকানার অধিকার সংরক্ষন ঃ

وَلَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (البقرة -١٨٨)

তোমরা তোমাদের পরস্পরের ধন মাল অবৈধ পন্থায় ভক্ষণ করবেনা, তোমরা শাসকদের নিকট ঝুঁকে পড়োনা এ উদ্দেশ্যে যে তোমরা জেনে শুনে লোকদের ধন সম্পদের কিছু অংশ অন্যায় ভাবে ভক্ষণ করবে। -আল বাকারাহ,১৮৮ঃ

নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থাঃ

وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ (النساء -٥٨)

-তোমরা যখন লোকদের মাঝে বিচার ফায়সালা করবে তখন অবশ্যই সুবিচার করবে।-আন নিসা, ৫৮ঃ

অমুসলিমদের নিরপেক্ষ বিচারঃ

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى اَنْ لَّا تَعْدِلُوْا (المائدة)

-কোন বিশেষ শ্রেণী বা জাতির লোকদের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে কোনরূপ অবিচার করতে উদ্বুদ্ধ না করে। -আল মায়েদাহ

সুবিচার ও ন্যায়নীতির নিরাপত্তাঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوِالْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْفَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا (النساء ١٣٥)

-হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা সকলে সুবিচার ও ন্যায়নীতি নিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়াও আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদাতা হিসেবে সে সুবিচার যদি তোমাদের নিজেদের পিতা-মাতার ও নিকটাত্মীয়ের বিরুদ্ধেও হয় যদি তারা ধনী বা গরীবও হয়। এদের অপেক্ষা আল্লাহই তো উত্তম, অতএব তোমরা নফসের খাহেশের অনুসরণ করতে গিয়ে অবিচার করে বসোনা। আন নিসা ,১৩৫ঃ

• জীবনের নিরাপত্তাঃ

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ (بنى اسرائيل -٣٣)

-যে জীবনকে আল্লাহ হারাম সম্মানিত করেছেন ন্যায় ব্যতীত তাকে হত্যা করো না। - বনি ইস্রাইল,৩৩ঃ

• ধর্মীয় জীবন যাপনের নিরাপত্তাঃ

لَا إِكْرَهَ فِي الدِّيْنِ (البقرة -٢٥٦)

-দ্বীনে কোন জবরদস্তী নেই। -আল বাকারাহ,২৫৫ঃ

أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ (يونس -٩٩)

-মুমীন হয়ে যাবার জন্য তুমি কি লোকদেকে বাধ্য করবে? -
ইউনুস, ৯৯ঃ

• পরধর্ম সহিষ্ণুতাঃ

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ (الانعام -١٠٨)

-আল্লাহকে বাদ দিয়ে ওরা যে সব উপাস্যকে ডাকে, তোমরা তাদের গালি দিওনা।-আল আনয়াম, ১০৮ঃ

• সম্মান সম্ভ্রমের নিরাপত্তা ঃ

لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ..... وَلَا تَلْمِزُوْا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْأَلْقَابِ...
وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا (الحجرات -١٤١)

-এক দল অপর দলকে ঠাট্টা, বিদ্রুপ ও ব্যঙ্গ করো না। একে অপরকে দোষারোপ করোনা, একে অন্যকে খারাপ নামে ডেকোনা, একে অন্যের কুৎসা রটনা করোনা এবং তার অনুপস্থিতিতে তাকে মন্দ বলোনা। -আল হুজুরাত, ১১-১৪ঃ

• ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তার নিরাপত্তা ঃ

لَاتَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَأْنِسُوْا (النور ٢٨)

-অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত নিজের গৃহ ছাড়া অপরের গৃহে প্রবেশ করো না। -আন নুর,২৮ঃ

• অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার অধিকারঃ

لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ (النساء ١٢٨)

- প্রকাশ্য নিন্দাবাদ আল্লাহ পছন্দ করেন না, অবশ্য যদি কারও উপর জুলুম হয়ে থাকে। -আন নিসা, ১২৮ঃ

• সংগঠনের স্বাধীনতাঃ

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ • وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ (ال عمران ١٠٤-١٠٤)

-তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা বাঞ্ছনীয় যারা কল্যাণের দিকে আহবান জানাবে, ভাল কাজের নির্দেশ দেবে আর মন্দকাজ থেকে বিরত রাখবে। এমন লোকেরাই হবে সফল কাম। যারা নানা দলে উপদলে বিভক্ত হয়েছে, স্পষ্ট হেদায়েত আসার পরও যারা মতভেদ করছে তোমরা তাদের মত হয়োনা। এমন লোকদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।-আলে ইমরান, ১০৪ঃ

• নাগরিকদের সাম্য ও সমতার নিরাপত্তাঃ

ইসলামের দৃষ্টিতে সকল মানুষ মৌলিকভাবে সমান, পার্থক্য হতে পারে শুধুমাত্র নেক আমল ও আল্লাহ ভীতির মাধ্যমে।

يَاأَيُّهَاالنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقٰكُمْ

-হে মানুষ, আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি পুরুষ ও স্ত্রী থেকে, আর তোমাদের বিভিন্ন গোষ্ঠী ও গোত্রে বিভক্ত করেছি তোমাদের পারস্পরিক পরিচিতি লাভের জন্যে। (তবে আসল কথা হলো) তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সম্মানীত যে তোমাদের মধ্যে সবচাইতে বেশী আল্লাহকে ভয় করে।

আইন প্রয়োগে মানুষে মানুষে কোনরূপ ভেদাভেদ করার নীতি ইসলামে আদৌ সমর্থিত নয়, না বংশের দিক থেকে, না বর্ণ, ভাষা ও সম্পদ পরিমানের ভিত্তিতে। হুজুর (সঃ) এ ব্যাপারে পরিষ্কার ঘোষণা করেছেনঃ

انما اهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد وايم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها (الحديث)

"তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো ধ্বংস হয়েছে কেবল এ বিভেদ ও নীতির ফলে যে, তাদের সমাজের 'ভদ্রলোকেরা' যখন চুরি করতো, তখন তাদেরকে কোন শাস্তি দেয়া হতোনা, পক্ষান্তরে তাদের দুর্বল লোকেরা যখন চুরি করতো তখন তারা তাদের উপর শাস্তির ব্যবস্থা করতো। আল্লাহর শপথ মুহম্মাদের (সঃ) কন্যা ফাতেমাও যদি চুরি করে তার হাতও কেটে দেয়া হবে। (হাদীছ)

ব্যক্তির ইচ্ছায় দেশ চলবে নাঃ

ইসলামী বিধান এক নায়কত্বের বিরোধিতা করেছে এবং এর পরিবর্তে পরামর্শ ভিত্তিক শাসন-ব্যবস্থা উপস্থাপিত করেছেঃ-

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ (الشورى ٣٨)

- তাদের যাবতীয় রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তাদের পরস্পরের মধ্যে পরামর্শ ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়ে থাকে।--আশ শূরা, ৩৮ঃ

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ (ال عمران -١٥٩)

-এবং তাদের সাথে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে পরামর্শ কর।- আলে ইমরান, ১৫৯ঃ

জাতীয়তাবাদী আন্দোলন করা চলবেনাঃ

কোরআন সুন্নাহর দৃষ্টিতে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব হবে এমন সব লোকের যারা ইসলামী আদর্শ ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশ্বাসী, ইসলামের শিক্ষা অনুসারে শুধু আদর্শের এমন ঐক্যই মানুষের সকল দল গঠনের ন্যায়-সংগত ভিত্তি হতে পারে। পদান্তরে নিজের জাতির বা দেশের বাস্তব অথবা কাল্পনিক স্বার্থকে নৈতিক বিচার বিবেচনার উর্দ্ধে স্থাপন করাকে আল্লাহর রাসূল (সঃ) কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেনঃ-

لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَىٰ عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَىٰ عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مَنْ مَاتَ عَلَىٰ عَصَبِيَّةٍ (ابوداؤد)

গোত্রগত স্বার্থের কথা যে ঘোষণা করে সে আমার দলভুক্ত নয়, গোত্রগতস্বার্থের জন্য যে লড়াই করে সে আমার দলভুক্ত নয়, গোত্রের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে যে মারা যায় সে আমার দলভুক্ত নয়,-আবুদাউদ।

বিনা বিচারে আটক রাখা যাবে নাঃ

لايوسر رجل فى الاسلام بغير العدل (موطا)

-হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) একটি মোকদ্দমার ফায়সালা করতে গিয়ে বলেছিলেনঃ-

" ইসলামে কোন ব্যক্তিকে বিনা বিচারে আটক করে রাখা যেতে পারে না।"মুয়াত্তা।

অর্থ নৈতিক নিরাপত্তা

ইসলামের দৃষ্টিতে সকল প্রকার ধন সম্পদ ও সম্পদ সম্পত্তির একমাত্র মালিক আল্লাহ তায়ালা। সম্পদশালী ব্যক্তি আল্লাহ পাকের এই সম্পদের আমানাতদার মাত্র। কোরআন মজীদের ভাষায় সে হচ্ছে ধন সম্পদের ক্ষেত্রে আল্লাহ পাকের খলিফা বা প্রতিনিধি। সুতরাং সেই প্রকৃত মালিকের মর্জি ও আইন বিধান অনুযায়ী ধন-সম্পদের ব্যয় ও বন্টন করাই হলো ধনী ব্যক্তির দায়ীত্ব। কোরআন মজীদে ঘোষণা করা হয়েছেঃ-

وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ (الحديد -٧)

আল্লাহ যে সব ধন-সম্পদে তোমাদেরকে খলীফা বানিয়েছেন তোমরা তা গরীবদের জন্যে ব্যয় কর।-আল হাদীস,৭

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (المعارج ٢٤-٢٥)

তাদের (ধনীদের) ধন-সম্পদে প্রার্থনা কারী ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে। (নির্দিষ্ট অংশ রয়েছে)।-আল মা'য়ারিজ,২৪-২৫ঃ

وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ

-আল্লাহ তোমাদের যে ধন সম্পদ দিয়েছেন, তোমরা তা থেকে তাদের অংশ দিয়ে দাও।

أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ (البقرة -٢٥٤)

আল্লাহ যে রিজিক তোমাদের দিয়েছেন তোমরা তা দরিদ্র জনের জন্যে ব্যয় কর।-আল বাকারাহ,২৫৪ঃ

ইসলামে সামাজিক কল্যাণ পর্য্যায়ে নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য মধ্যম মানের জীবন যাপনের সুযোগ দানের লক্ষ্যকে সামনে রাখা হয়েছে, যেন প্রত্যেকটি মানুষ আল্লাহ পাকের ফরজ সমূহ নির্বিঘ্নে ও অনায়াসে আদায় করতে পারে এবং অভাব দারিদ্র ও অনাহারে-অর্ধাহারের পীড়ন থেকে মানুষ মুক্তি পেতে পারে এ ব্যাপারে হুজুর। স:। বলেছেন-

لَيْسَ لِابْنِ اٰدَمَ حَقٌّ سِوٰى هٰذِهِ الْخِصَالِ بَيْتٌ يَسْكُنُهُ وَثَوْبٌ يُوَارِىْ عَوْرَتَهُ وَجِلْفُ الْخُبْزِ وَالْمَاءِ (ترمذى)

-বস বাসের ঘর, পরনের কাপড় ও খাদ্য পানীয় এগুলো পাওয়াই হলো মানুষের মৌলিক অধিকার। তিরিমিযি,

ইসলামের দেয়া এ মৌলিক অধিকার থেকে কাউকে বঞ্চিত রাখা যেতে পারেনা। ইসলাম অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্য যে সব পন্থা অবলম্বন করেছে তাহলো:

সমাজের কর্মক্ষম সকল ব্যক্তিই রুজীর জন্য পরিশ্রম করবে:

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللهِ (الجمعه)

নামাজ পড়া শেষ হয়ে যাবার পর তোমরা জমীনের দিকে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহে ধন-সম্পদ রিজিক অনুসন্ধান কর। আল জুমুয়া।

هُوَالَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِىْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ (الملك)

--সেই আল্লাহ-ই যিনি তোমাদের জন্য জমীনকে নরম উর্বর ও চাষযোগ্য বানিয়ে দিয়েছেন। অতএব তোমরা তার পরতে পরতে অনুসন্ধান চালাও এবং সেখান থেকে যে রিজিক উৎপাদন করা যায়, তাই ভক্ষন কর। -আল মুলুক।

হুজুর (স:) বলেছেন :-

اِذَا صَلَّيْتُمُ الْفَجْرَ فَلَا تَنُوْمُوْا عَنْ طَلَبِ اَرْزَاقِكُمْ (الحديث)

-- ফজরের নামাজ পড়ার পর রিজিক সন্ধানের কাজ থেকে বিরত থেকে তোমরা ঘুমিয়ে পড়োনা। -হাদীছ।

কর্মক্ষম ব্যক্তিরা উপার্জনে অক্ষম ব্যক্তিদের প্রয়োজন মেটাবে :

হুজুর (স:) বলেছেন : -

وَيَكْفُلُ غَنِيُّهُمْ فَقِيْرَهُمْ (الحديث)

--সমাজের স্বচ্ছল ও অর্থশালী লোকের তাদের দরিদ্র লোকদের প্রয়োজন মেটাবার জন্য দায়ী হবে। -হাদীছ।

কোরআন মজীদে বলা হয়েছে :-

وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ اِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا (النساء- ٣٢)

--তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে অপর কাউকে শরীক করোনা, পিতা মাতার সাথে ভাল ব্যবহার কর, নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন, আত্মীয়, প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্ত্তী প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্ত্তী সংগী, পথিক, প্রবাসী এবং ডান হাত যে সবের মালিক হয়েছে তাদের সকলের অধিকার আদায় কর, নিশ্চয় আল্লাহ পাক স্বেচ্ছাচারী দাম্ভিককে পছন্দ করেন না। -আন নিসা, ৩২ :

হুজুর (স:) এরশাদ করেছেন:-

مَا اٰمَنَ بِىْ مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَجَارُهٗ اِلٰى جَنْبِهٖ جَائِعٌ (الحديث)

--যে ব্যক্তি আহার করে পরিতৃপ্ত হয়ে রাত্রি যাপন করবে এরূপ অবস্থায় যে তার প্রতিবেশী অনাহারে রাত কাটালো সে কখনো রাসূলের প্রতি ঈমানের দাবী করতে পারে না। হাদীছ।

হুজুর (স:) আরও বলেছেন :-

اَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ جِيَاعًا بَيْنَ اَغْنِيَاءَ فَقَدْ بَرِءَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللهِ وَرَسُوْلِهٖ الحديث)

-- যে ব্যক্তি ধনী লোকদের মাঝে বসবাস করে ও অভুক্ত থাকার কারণে মৃত্য বরণ করবে সেই ধনশালী লোকদের সাথে আল্লাহ ও রাসূলের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। -হাদীছ।

জাকাত প্রদানের মাধ্যমে অভাব মোচন করা হবে :

কোরআন মজীদ ঘোষণা করছে :-

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُ هُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا (التوبه -١٠٢)

-ধনশালীদের নিকট থেকে ছাদাকা গ্রহন কর এবং এভাবে তুমি তাদের পবিত্র করবে এবং এদ্বারা তাদের পরিচ্ছন্ন ও কলুষ মুক্ত করে তুলবে।-আত তওবা,১০২:

হজুর (সঃ) বলেছেন:-

تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَآءِهِمْ وَتُرَدُّ عَلٰى فُقَرَائِهِمْ (الحديث)

-জাকাত ধনীদের নিকট থেকে গ্রহন করে সেখানকার গরীবদের মধ্যে বন্টন কর।-হাদীছ।

কোরআন মজিদে বলা হয়েছে:-

إِنَّمَا الصَّدَاقٰتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِنَ اللهِ واللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ (التوبة-٤)

-ছাদাকাহ, দান ও জাকাত ফকীর, মিসকীন, আদায়কারী কর্মচারী, যাদের মন জয় করা লক্ষ্য, ঋণগ্রস্হ, বন্দী, আল্লাহর পথে এবং পথিকদের জন্য নির্দিষ্ট। এটা যথারীতি আদায় করা আল্লাহর পক্ষ থেকে ধার্য্যকৃত ফরজ, আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ। --আত তওবা,৪:

كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً م. بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ (الحشر- ٧)

--যেন ধন-সম্পদ কেবল মাত্র তোমাদের ধনীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে না থাকে। --আল হাশর,:

হাফেজ ইবনে হাজর (রঃ) বুখারী শরীফের ব্যখ্যায় লিখেছেন:

اَلْاِمَامُ هُوَالَّذِىْ يَتَوَلّٰى قَبْضَ الزَّكٰوةِ وَصَرْفَهَا وَاِمَّا بِنَفْسِهِ وَاِمَّا بِنَائِبِهِ فَمَنِ امْتَنَعَ اُخِذَتْ مِنْهُ قَهْرًا (فتح البارى)

--রাষ্ট্র প্রধান বা সরকারই জাকাত আদায় ও তা বিলি বন্টন করার জন্য দায়ী, হয় তা সম্পূর্ন সরকারী ভাবে সম্পাদিত হবে, না হয় কোন প্রতিনিধিত্ব মূলক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আদায় করতে হবে। যদি কেউ জাকাত দিতে অস্বীকার করে তাহলে তার কাছ থেকে তা বলপূর্বক

আদায় করা হবে।--ফতহুল বারী।

--হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাঃ) খলীফা নির্বাচিত হবার পর জাকাত দিতে অস্বীকার কারীদের সম্পর্কে বলেছিলেন:-

وَاللهِ لَاُ قَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ

নামাজ আর জাকাতের মাঝে যে লোক পার্থক্য করবে, নামাজ পড়বে কিন্তু জাকাত দেবেনা আমি তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবো।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রঃ) লিখেছেন:-

وَالْمُحْتَاجُوْنَ اِذَا لَمْ تَكْفِهِمِ الزَّكٰوةُ اُعْطُوْامِنْ بَيْتِ الْمَالِ عَلٰى وَجْهِ النَّقْدِ ثُمَّ عَلٰى غَيْرِهِمْ مِنْ وُجُوْهِ الصَّرْفِ عَلٰى رِءَاى (السياسة الشريعة لابن قيمية)

--জাকাত যদি অভাবগ্রস্হদের অভাব মেটানোর জন্যে যথেষ্ট না হয় তাহলে বায়তুল মাল থেকেই তাদের প্রয়োজন পূরণ করা হবে।

রাসুলে করীম (সঃ) এর নিম্নোক্ত হাদীছ ইসলামী রাষ্ট্রের দায়ীত্ব প্রমাণ করছে:-

مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ ضِيَاعًا (اى ورثة)

اَوْ كَلًّا (اى ذرية ضعفا) فَلْيَاْتِنِيْ فَاَنَامَوْلَاهُ (بخارى)

--যে লোক ধন-সম্পদ রেখে মারা যাবে তার সে ধন- সম্পদ তার ওয়ারিশানরা পাবে। আর যে লোকের মৃত্যুর পর তার সহায় সম্বল হীনসন্তান-সন্ততি থাকবে: তারা যেন আমার নিকট আসে আমিই হব তাদের অভিভাবক।--বুখারী।

ইসলামের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা শুধু মুসলমানদের জন্যই নয় বরং এদ্বারা অমুসলিম নাগরিকরাও উপকৃত হবে:

হজরত খালেদ বিন ওলিদ (রাঃ) ইরাকের 'হীরা' নামক স্হানের অমুসলিম নাগরিকদের সাথে যে সন্ধি-চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন তা ছিল নিম্নরূপ:

وَجَعَلْتُ لَهُمْ اَيُّمَا شَيْخٍ ضَعُفَ عَنِ الْعَمَلِ اَوْاَصَابَتْهُ اٰفَةٌ مِنَ الْاٰفَاتِ اَوْكَانَ غَنِيًّا فَافْتَقَرَ وَصَارَ اَهْلُ دِيْنِهِ لِيَصَّدَّقُوْا عَلَيْهِ طُرِحَتْ جِزْيَتُهُ

وَعِيَلَ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَيَالُهُ مَا اَقَامَ بِدَارِ الْهِجْرَةِ دَارِ الْاِسْلَامِ (الخراج ص ١٤٤)

তাদের জন্য এ শর্ত আমি মেনে নিলাম যে লোকই বার্ধক্যের কারনে কর্মক্ষমতাহীন হয়ে পড়বে কিংবা কোন বিপদে পড়ে অসুবিধার সম্মূখীন হবে; অথবা স্বচ্ছল অবস্হার লোক হঠাৎ গরীব হয়ে পড়বে, ফলে তার স্বধর্মীরা তাকে দান খয়রাত দিতে শুরু করবে এরূপ সব ব্যক্তিরই জিজিয়া কর প্রত্যাহার করা হবে এবং সে যতদিন ইসলামী রাষ্ট্রে থাকবে তার ও তার সন্তান সন্ততির ভরন-পোষণ মুসলমানদের বায়তুলমাল থেকে বহন করা হবে।-- আল খিরাজ, ১৪৪পৃঃ

হজরত আদী বিন হাতেম (রাঃ) একদিন নবী করীম (সঃ) এর দরবারে উপস্হিত ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি হুজুর (সঃ) নিকট নিজের দারিদ্র ও অভাব অনশনের কথা পেশ করলেন, অন্য আর এক জন তার এলকার চুরি-ডাকাতি ইত্যাদি অশান্তিকর ঘটনা উল্লেখ করলেন, তখন রাসূলে করীম (সঃ) হজরত আদী (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কি হীরা নামক স্হান দেখেছো? আদী (রাঃ) বললেন আমি দেখিনি তবে সে স্হানের সুনাম অনেক শুনেছি। তখন হুজুর (সঃ) বললেনঃ-

إِنْ طَالَتْ بِكَ حَيْوَاةٌ لَتُرِيَنَّ الظَّعِيْنَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيْرَةِ حَتّٰى تَطُوْفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ اَحَداً اِلَّا اللّٰهَ

وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَفْتَحَنَّ كُنُوْزَ كِسْرٰى وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتُرِيَنَّ الرَّجُلَ يُخْرِجُ مِلْءَ كَفِّهِ مِنْ ذَهَبٍ اَوْفِضَّةٍ يَطْلُبُ مَنْ يَقْبَلُهُ فَلَا يَجِدُ اَحَدٌ يَقْبَلُهُ مِنْهُ (بخارى)

--তুমি যদি বেঁচে থাক, তাহলে দেখবে, এতদাঞ্চলে এমন শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, একজন উষ্ট্রারোহী মহিলা সুদুর ইরাকস্হ 'হীরা' নামক স্হান থেকে যাত্রা করে একাকী কা'বা ঘরে এসে তাওয়াফ করে চলে যাবে: কিন্ত এই দীর্ঘ পথে আল্লাহ ছাড়া সে আর কাউকে ভয় করার প্রয়োজন বোধ করবেনা।

তুমি বেঁচে থাকলে আরো দেখবে যে, পারস্য সম্রাটের সকল ধন সম্পদ মুসলমানদের করায়ত্ব হয়েছে।

'হে আদী তুমি যদি বেঁচে থাকো, তাহলে অবশ্যই তুমি দেখতে পাবে, এক

ব্যক্তি দু'হাত ভরা স্বর্ণ ও রৌপ্য নিয়ে ঘর থেকে বের হবে, কে তার কাছ থেকে তা গ্রহন করতে প্রস্তুত এমন লোকের সে সন্ধান করে বেড়াবে: কিন্ত তা গ্রহন করার যোগ্য বা প্রস্তুত একজন লোক সে কোথায় ও খুঁজে পাবেনাঃ (বোখারী)।

বস্তুতঃ হজরত আদী (রাঃ) তাঁর জীবদ্দশায়ই রাসূলে করীম (সঃ) এসব ভবিষ্যদ্বানীর বাস্তবতা নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করেছেন, ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্হার কল্যানে দেশ থেকে চুরি ডাকাতি , দুঃখ ও দারিদ্রের অভিশাপ দুরিভূত হয়েছিল, মানুষ সেখানে শোষনমুক্ত, ভীতিহীন, নিরাপত্তাপুর্ণ সুখী ও সমৃদ্ধশালী জীবন যাপনে ধন্য হয়েছিল।

ইসলামী রাষ্ট্রে নারীর অধিকার

ইসলামী রাষ্ট্র নারী-পুরুষের মৌলিক ও মানবিক অধিকারের মধ্যে কোন পার্থক্য রাখেনি, ইসলামী রাষ্ট্র নারীর জান-মাল ও মানইজ্জতের নিরাপত্তা দান করবে। নারী তার (Private Property) ব্যক্তিগত ধন সম্পদ রাখতে পারবে এবং রাষ্ট্র তার রক্ষণাবেক্ষণ করবে। বক্তৃতা ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নারীর থাকবে। সমিতি বা কোন সংস্হা কায়েম করার, সরকারের সমালোচনার, নারীদের দাবী পেশ করার এবং দেশের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার অধিকার থাকবে। নারীর ব্যক্তিগত মর্যাদা সংরক্ষিত থাকবে। শরীয়ত সম্পর্কিত বাধা নিষেধ ছাড়া অন্য কোন বাধা বা নিষেধ তার প্রতি প্রয়োগ করা হবে না।

আইনের চক্ষে পুরুষের মত নারীকেও সমান চক্ষে দেখা হবে, নারীদের মধ্যেও বর্ণ, বংশ বা গোত্রের দিক দিয়ে কোন বৈষম্য রাখা হবে না। ধনী, গরীব, উচ্চ-নীচের মধ্য বৈষম্য থাকবে না। ইসলামী রাষ্ট্রের 'বায়তুল মালে' পুরুষের ন্যায় নারীর পূর্ণ অধিকার থাকবে। প্রয়োজনে অভাবগ্রস্হ নারীর দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করবে। এ ছাড়া পুরুষের ন্যায় নারী শিক্ষারও ব্যাপক ব্যবস্হা রাষ্ট্র করবে। রাষ্ট্রের যে কোন উচ্চপদস্হ কর্মচারীর নিকটে আবেদন করার এবং তার সমালোচনা করার পূর্ণ অধিকার নারীর থাকবে।

• সরকারী ব্যবস্হাপনায় নারীর দায়িত্ব

রাষ্ট্রীয় ব্যবস্হার সহায়তা করতে হবে। রাষ্ট্রের স্বার্থের পরিপন্থী কোন কাজ করা চলবে না। রাষ্ট্রীয় পরিষদে স্বতন্ত্রভাবে একমাত্র নারীদের দ্বারা নির্বাচীত নারী প্রতিনিধি থাকবে এবং তারা নারীদের স্বার্থ ও ন্যায় সঙ্গত দাবী-দাওয়া পরিষদের সম্মুখে পেশ করবে। যাবতীয় নারী-প্রতিষ্ঠান, যথাঃ স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, মুসাফিরখানা প্রভৃতি নারীর তত্ত্বাবধানে থাকবে।

সামরিক শিক্ষা, সামরিক কার্যকলাপের প্রত্যক্ষ এবং সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার দায়িত্ব ইসলাম নারীকে দেয়নি। তবে সামরিক অস্ত্র- শস্ত্রের ব্যবহার, First Aid প্রভৃতি বিষয়ে তার জ্ঞানার্জন করা প্রয়োজন। তার একমাত্র উদ্দেশ্য এই যে, যুদ্ধের সময় অত্যন্ত জরুরী পরিস্থিতিতে তারা যেন জাতীর অন্ততঃ বেসামরিক জনসাধারণের এবং আরও বিশেষ করে নারী ও শিশুদের সেবা করতে পারে, তারই যোগ্য করে তোলার জন্য এ ব্যবস্থা। এর অর্থ এ নয় যে, নারী সেনাবাহিনী গঠন করে স্ফীতরক্ষা তরুণী-যুবতী নারীদের প্রকাশ্যে সর্বসমক্ষে দিবা-রাত্র প্যারেড ও মহড়া চলতে থাকবে। অর্ধনগ্ন যুবতী নারীর একটা বাহিনি এ জন্য পোষা হবে না যে, কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রীয় মেহমান আগমণ করলে তার চিত্ত বিনোদনের জন্য এ বাহিনী তাকে 'গার্ড অুব অনার ' দিবে, এটা বিকৃত মানসিকতা ও কুরুচিরই পরিচালক।

• নারীর পারিবারিক অধিকার

পৃথিবীর সর্বরকমের মতবাদ সমূহ তথা ধর্ম ও অতীত জাতিগুলি নারীকে তার সকল প্রকার মানবীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। পক্ষান্তরে ইসলাম নারীকে তার সব মৌলিক মানবীয় অধিকার দান করেছে। ইসলাম নারীর অধিকার নির্ধারণ করার ব্যাপারে তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখেছে। প্রথমতঃ একমাত্র পারিবারিক শৃংখলার জন্য নারীর উপর পুরুষকে যে কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে পুরুষ যেন এ ক্ষমতার অপব্যবহার করে নারীর ওপর অত্যাচার অবিচার করতে না পারে। স্বামী- স্ত্রীর সম্পর্ক যেন প্রভু ও দাসীর সম্পর্ক না হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ নারীকে তেমন সব সুযোগ দিতে হবে যার দ্বারা সে সমাজ ব্যবস্থার গন্ডীর মধ্যে স্বীয় স্বাভাবিক প্রতিভার পরিস্ফুটন করতে পারে। এবং তামাদ্দুন গঠনে যথা সম্ভব ভাল ভাবে অংশ গ্রহন করতে পারে। তৃতীয়তঃ নারীর উন্নতি ও সাফল্যের উচ্চ শিখরে আরোহণ করা যেন সম্ভব হয়। কিন্তু তার উন্নতি সাফল্য যা কিছুই হবে তা নারী হিসেবেই হতে হবে। তার পুরুষ সাজবার কোন অধিকার নেই এবং পুরুষোচিত জীবন যাপনের জন্য তাকে গড়ে তোলা তার ও তামাদ্দুনের জন্য মোটেই মংগলকর নয়।

উপরের তিনটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি ফেলে ইসলাম নারীকে যে ব্যাপক তামাদ্দুনিক ও অর্থনৈতিক অধিকার দিয়েছে, যে মান-সম্মান ও বিরাট অধিকার দিয়েছে, এ সব অধিকার ও মান-সম্মান অক্ষুন্ন রাখার জন্য তার নৈতিক ও আইনগত নির্দেশাবলীর মধ্যে যে ধরনের অটুট গ্যারান্টি দিয়েছে তার নজীর দুনিয়ার অতীত ও বর্তমানের কোন সমাজ ব্যবস্থায় খুঁজে পাওয়া যাবে না।

• নারীর অর্থনৈতিক অধিকার

মানবীয় তামাদ্দুনে একটি লোকের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয় তার অর্থনৈতিক বুনিয়াদের উপর। ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় মতবাদে নারীকে

অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অত্যন্ত পশ্চাৎপদ রাখা হয়েছে বলে এর দ্বারা তাকে পুরুষের দাসত্ব শৃংখলে আবদ্ধ রাখা হয়েছে। আধুনিক ইউরোপ এই অবস্থার পরিবর্তন করতে চাইলো। নারীকে ঘর থেকে টেনে বের করে অর্থ উপার্জনে পুরুষের সাথে প্রতিযোগিতায় দাঁড় করিয়ে দিলো। এতে নারীর অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান কিছুটা হলেও এর দ্বারা সমাজে অপর এক বিপর্যয় ও অনাচার সৃষ্টি করা হলো। নারীর অমূল্য সম্পদ তার ইজ্জত ও সতীত্ব লুন্ঠিত হলো; হলো ধুলায় ধূসরিত। কিন্তু ইসলাম উভয় দিক বজায় রেখে এক মধ্যম পন্থা অবলম্বন করেছে। সে নারীকে সম্পত্তির অধিকারী দান করেছে। পিতা, স্বামী, সন্তানাদী এবং অন্যান্য নিকটাত্মীয়ের উত্তরাধিকারী সে হবে। উপরন্ত স্বামীর নিকট থেকে মোহর পাবে।

এ সব উপায়ে যে ধন সম্পদ তার হস্তগত হবে, তাকে সে ইচ্ছা করলে ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করতে পারবে। তাতে যা লাভ হবে তার উপরে তার পূর্ণ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে। এর উপর হস্তক্ষেপ করার অধিকার তার স্বামীর নেই, সমাজের নেই, এমন কি দেশের কোন গভর্ণমেন্টেরও নেই। এ সবের পরও স্বামী তার ভরণপোষণ বা মাসিক ভাতা দেবে। অন্যান্য উপায়ে তার অবস্থা যতই স্বচ্ছল হোক না কেন স্বামীর নিকট থেকে সে মাসিক ভাতা বা ভরণপোষন পাবেই। এ ভাবে ইসলাম নারীর আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত মজবুত করে দিয়েছে।

• নারীর তামাদ্দুনিক অধিকার

১। প্রাগ ইসলাম যুগে নারীকে গরু-ছাগলের মতো হাটে- বাজারে বিক্রি করা হতো, পূর্বে এবং এখনো তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যত্রতত্র পাত্রস্থ করা হয়। কিন্তু ইসলাম ইচ্ছামত স্বামী নির্বাচনের অধিকার তাকে দিয়েছে। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে দেওয়া যাবে না।

২। অপছন্দনীয়, অত্যাচারী অকর্মণ্য স্বামী থেকে বিবাহবন্ধন বিচ্ছেদ করার তার পূর্ণ অধিকার আছে।

৩। স্বামীকে স্ত্রীর প্রতি সদ্ব্যবহার করতে বলা হয়েছে।

৪। বিধবা এবং তালাক প্রাপ্তা নারী অথবা ঐ সকল নারী যাদের বিবাহ আইনানুযায়ী বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে অথবা স্বামী হতে যাদের পৃথক করা হয়েছে তাদেরকে দ্বিতীয় বিবাহের পূর্ণ অধিকার দেওয়া হয়েছে এবং এ ব্যাপারে পরিস্কারভাবে বলা হয়েছে যে, পূর্ব স্বামী অথবা তার কোন আত্মীয়-স্বজনের কোন প্রকার অধিকার ঐ সকল নারীর উপর নেই। এইরূপ অধিকার ইউরোপ, আমেরিকার অধিকাংশ রাষ্ট্রগুলোতে নারীকে দেওয়া হয়নি।

৫। দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনে নারী পুরুষের মধ্য পূর্ণ সাম্য কায়েম

করা হয়েছে। ধন-প্রাণ ও মান-সম্মানের নিরাপত্তার ব্যাপারে ইসলামে নারী-পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য রাখা হয়নি।

ইসলামের দৃষ্টিতে নারী নেতৃত্ব

কোরআন মজীদে আল্লাহ পাক সামাজিক কর্তৃত্ব করার অধিকার ও মর্যদা একমাত্র পুরুষদেরই দান করেছেন এবং সৎ ও নেককার নারীদের দু'টী গুণ বর্ণণা করেছেন (১) তারা আনুগত্য প্রবন হবে (২) তারা পুরুষদের অনুপস্থিতিতে সেই সব জিনিসের রক্ষনাবেক্ষণ করবে তার রক্ষনাবেক্ষনের তার আল্লাহতালায়ালা তাদের উপর অর্পন করেছেন। এরশাদ হচ্ছেঃ-

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَبِمَا اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ (النساء- ٣٤)

--পুরুষ স্ত্রীলোকদের কর্তা। কারণ আল্লাহতায়ালা তাদের মধ্যে একজনকে অপর জন অপেক্ষা- (গুণগত) শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং তাদের (নারীদের) জন্য অর্থ ব্যয় করার দায়িত্বও পুরুষেই পালন করছে। অতএব সৎ ও নেককার স্ত্রীলোকগণ নিজ নিজ স্বামীর অনুগত হয় এবং গায়েবের রক্ষনাবেক্ষণ করে আল্লাহর রক্ষনা বেক্ষনের অধীন।

কোরআন মজীদ স্ত্রলোকদের কর্ম সীমা নির্ধারন করতে গিয়ে বলেছে--

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى (الاحزاب-٣٣)

--তোমরা নিজেদের ঘরে সম্মানে অবস্থার কর এবং বিগত কালের চরম জাহেলিয়াতের ন্যায় " তাবাররুজ" করে বেড়িওনা। আল আহযাব, ৩৩ঃ

'তাবাররুজ' অর্থ-হাস্যে, লাস্যে রং রসে সজ্জিত হয়ে দ্বিগম্বরীর বেশ ধারন পূর্বক পর পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লীলায়ীত ভঙ্গীতে প্রকাশ্যে ও অবাধে চলাফেরা করা।

নারীদের কর্ম সীমা কি? এ প্রশ্নের জবাবে হুজুর (সঃ) বলেছেন---

وَامْرَاَةٌ رَاعِيَةٌ عَلٰى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهٖ وَهِيَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْهُمْ (ابوداؤد)

--নারী তার স্বামীর ঘর বাড়ীর এবং তার সন্তানদের প্রহরী ও রক্ষনাবেক্ষন কারীনী এবং সেজন্য তাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে । আবু দাউদ

নারী নেতৃত্ব সম্পর্কে বিরক্তি প্রকাশ করে হুজুর (সঃ) আরও বলেছেন-

اِذَا كَانَ اُمَرَاءُكُمْ شِرَارُكُمْ وَاَغْنِيَاءُكُمْ بُخَلَائُكُمْ وَاُمُوْرُكُمْ اِلٰى نِسَاءِكُمْ فَبَطْنُ الْاَرْضِ خَيْرٌ مِّنْ ظَهْرِهَا (ترمذى)

--যখন তোমাদের শাসক হবে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুষ্ট ও শয়তান প্রকৃতির, তোমাদের ধনীরা যখন তোমাদের মধ্যে বেশী কৃপণ হবে আর তোমাদের (জাতীয়) কাজ- কর্মের দায়ীত্ব যখন সোপর্দ হবে তোমাদের স্ত্রীলোকদের হাতে তখন মৃত্যু হবে জীবন অপেক্ষা উত্তম। তিরমিযি।

ইরান রাষ্ট্র প্রধানের মেয়েকে ইরান বাসীরা নিজেদের বাদশাহ বানিয়েছেন এ খবর শুনে হুজুর (সঃ) এরশাদ করলেন--

لَنْ يُّفْلِحَ قَوْمٌ وَّلَّوْا اَمْرَهُمْ اِمْرَاَةً (بخارى . ترمذى . نسائى)

--যে জাতি নিজেদের জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপার এবং দায়ীত্ব সমূহ কোন নারীর উপর সোপার্দ করে সে জাতি কখনো প্রকৃত কল্যান ও সার্থকতা লাভ করতে পারেনা। বুখারী, তিরিমিযি, নাসাঈ।

দেশ শাসন এবং রাজনীতিতে নারীর অধিকার যারা প্রতিষ্ঠা করতে চান তারা উষ্ট্রের যুদ্ধে উম্মুল মোমেনীন হজরত আয়েশা (রাঃ) এর নেতৃত্বে দেয়ার ঘটনাটিকে প্রমাণ হিসেবে দেখাতে চান। কিন্তু ইসলামী ইতিহাস সম্পর্কে চরম অজ্ঞতা হেতু তারা এটা করে থাকেন। তারা জানেন না যে জামাল যুদ্ধে হজরত আয়েশা (রাঃ) কে উষ্ট্রের পৃষ্ঠে এ ঘাটি থেকে ও ঘাটি দৌড়া দৌড়ি করতে দেখে হজরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বলেছিলেন--"আয়েশার জন্য তাঁর ঘর তাঁর উষ্ট্র পৃষ্ঠের আসন অপেক্ষা উত্তম একথাটি স্মরণ করা উচিৎ।"

উষ্ট্রের যুদ্ধের সমাপ্তির পর হজরত আলী (রাঃ) হজরত আয়েশা (রাঃ) সাথে সাক্ষাৎ করে বলেছিলেনঃ-

يَا صَاحِبَةَ الْهَوْدَجِ قَدْ اَمَرَكِ اللهُ اَنْ تَقْعُدِيْ فِيْ بَيْتِكِ ثُمَّ خَرَجْتِ تُقَاتِلِيْنَ

"হে উষ্ট্র পৃষ্ঠারোহিনী; আল্লাহ পাক আপনাকে ঘরে থাকার নির্দেশ করেছিলেন কিন্তু আপনি যুদ্ধ করার জন্য বের হয়েছেন।" একথা শোনার পর হযরত আয়েশা (রাঃ) একথা বলতে পারেননি যে, "আল্লাহ পাক আমাদের ঘরে থাকার আদেশ করেননি বরং রাজনীতি ও যুদ্ধের ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করার আমাদের পূর্ণ অধিকার রয়েছে।"

বরং হযরত আয়েশা (রাঃ) এ কাজের জন্য অনুতাপ করে হজরত

আল্লাহ পাকের এ বিধান বিশেষ কোন যুগ বা কালের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে আসেনি। বরং তা সর্বকালের সর্ব যুগের। এর বিধান সমূহের মূল্যায়নেই একথার সত্যতা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তার কোন একটার উপরও যুগ পরিবর্তনের এক বিন্দু প্রভাব পড়েনি, কোন একটি বিধানও কোন কালেই পুরাতন বা প্রয়োগ অযোগ্য বিবেচিত হবে না। তার নূতনত্ব কখনই ম্লান হবে না। এ কারনেই আল্লাহর এ বিধানের কোনরূপ রদ-বদল পরিবর্তন-পরিবর্ধন বা সংযোজন এক বিন্দুও অবকাশ নেই।

সুতরাং এ আলোচনার পর কোন বিচক্ষণ বুদ্ধিমান ব্যক্তিই ইসলামের কল্যাণময় বিধানের পরিবর্তে ধর্ম-নিরপেক্ষতা বা সমাজতন্ত্রের অভিশাপকে স্বাগত জানাতে পারেনা। আজ থেকে 'কয়েকশ' বছর পূর্বে ইসলাম তার বরকত ও রহমত দিয়ে যেমন মানবতাকে ধন্য করেছিল ঠিক তেমনি ইসলামী শাসতন্ত্র বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিশ্ব মানবতা নিজেদেরকে পুনর্বার ধন্য করতে পারে।

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিকল্প নেই

জীবনের সামগ্রীক ক্ষেত্রে আল্লাহপাকের ইবাদতের দায়ীত্ব পালনের জন্যই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালানো একজন মুসলমানের নামাজ রোজার মতই ফরজ কর্তব্য। এ দায়িত্ব এড়িয়ে চলা পরিষ্কার মোনাফেকী, তথা কথিত ধর্ম নিরপেক্ষতা বাদীদের 'ধর্মের নামে রাজনীতি চলবেনা, শ্লোগানে বিশ্বাস করা ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞতা, মুর্খতা ও ইসলামের সাথে দুশমনীর নামান্তর।

কোন কম্যুনিষ্ট ষ্টেটে একজন পুজিপতি তার পুজি যেমন সংরক্ষণ করতে পারেনা; পুজিবাদী ষ্টেটে একজন কম্যুনিষ্ট যেমন তার পূর্ণ দায়ীত্ব পালন করতে পারে না; অনুরূপ ভাবে অনৈসলামীক রাষ্ট্র ব্যবস্থায়ও একজন মুসলমান তার পরিপূর্ণ দ্বীনি দায়ীত্ব পালন করতে অক্ষম। শরীয়তের এমন অনেকগুলো আইন বিধান রয়েছে যা কার্যকরী করতে হলে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য। যেমন রাষ্ট্রের প্রকৃতি, তার পরামর্শভিত্তিক তথা গণতান্ত্রিক হওয়া, শাসন কর্তৃপক্ষের দায়ীত্বশীলতা, ন্যায়সংগত কাজে তাদের আনুগত্য, যুদ্ধ, সন্ধি, চুক্তি প্রভৃতি সর্ববিষয়ে অকাট্য বিধান রয়েছে ইসলামী শরিয়তে। আর তা শুধু কোরআনে বর্ণিত হয়েছে তাই নয়; বরং রাসুলে করীম (সঃ) এর সুন্নতেও রয়েছে তার ব্যাখ্যা ও বাস্তবরূপ সংক্রান্ত বিধান। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা না করে সেগুলোর বাস্তবায়ন আদৌ সম্ভবপর নয়; আল্লাহ পাকের বিধান অনুযায়ী মানুষের পরস্পর বিচার ফায়সালা করার এবং আল্লাহর পথে যুদ্ধ করার নির্দেশ রয়েছে কোরআন হাদিছে। কিন্তু রাষ্ট্র যতক্ষণ এ কাজ না করবে ততক্ষণ কোন ব্যক্তি বা সমাজের সাধারণ মানুষের পক্ষে তা করা কিছুতেই সম্ভবপর হতে পারে না। এক কথায় ইসলামী শাসন ব্যবস্থা ছাড়া দ্বীন প্রতিষ্ঠা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। আর ইসলামী শাসন বাস্তবায়ন ব্যতিরেকে

শোষণ মুক্তসমাজ, ভীতিহীন ও নিরাপত্তাপূর্ণ রাষ্ট্র ব্যবস্থার শ্লোগান আকাশ কুসুম পরিকল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

পক্ষান্তরে যে সমাজে ইসলামী আইন চালু হবে, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিধান দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করা হবে সে রাষ্ট্রের জনগণের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে কোরআন মজিদ ঘোষণা করছে--

• সামাজিক নিরাপত্তা সম্পর্কে :-

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ (انعام ٨٢)

-- যারা ঈমান এনেছে এবং নিজেদের ঈমানকে শের্ক দিয়ে আচ্ছন্ন করেনি, তাদের জন্য রয়েছে শান্তি ও নিরাপত্তা। আনয়াম,৩৮ :

• অর্থনৈতিক উন্নতি সম্পর্কে

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ (الاعراف ٩٦)

--জনপদের লোকেরা যদি ঈমান পোষণ করতো এবং তাকওয়ার পথ অনুসরণ করতো, তাহলে আমি তাদের জন্য আসমান ও জমিনের বরকতের দরজা খুলে দিতাম। আল আ'রাফ,৯৬:

وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ (المائده ٦٦)

-- এই আহলে কিতাবরা যদি তাওরাত, ইঞ্জিল এবং তাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কিতাবকে কায়েম করতো তাহলে তারা নিজেদের (মাথার) উপর থেকে এবং পায়ের তলা উভয় দিক থেকেই রিজিক পেতো। আল মায়েদাহ,৬৬:

* রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের নিশ্চয়তা সম্পর্কে:-

اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصّٰلِحُوْنَ (انبياء ١٠٥)

নিঃসন্দেহে আমার সৎ কর্মশীল বান্দারাই পৃথিবীর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব পেয়ে থাকে। আম্বিয়া,১০৫:

أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (ال عمران)

--তোমরাই জয় যুক্ত হবে, যদি তোমরা ঈমানদার হও। আলে ইমরান।

★ ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ নিরাপত্তার নিশ্চয়তা ঃ-

وَعَدَ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا سْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا (النور -٤٤)

--তোমাদের মধ্যে যারা ইমান এনেছে এবং (তদনুযায়ী) সৎকাজ করেছে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তাদেরকে তিনি পৃথিবীর কর্তৃত্ব দান করবেন, যে ভাবে তোমাদের পূর্বেকার লোকদের তিনি দান করেছিলেন। আর যে দ্বীনকে তিনি তাদের জন্য মনোনীত করছেন, তার শিকড়ের গভীর তলদেশে বদ্ধমুলক করে দেবেন এবং তাদের ভয়-ভীতিকে শান্তি ও নিরাপত্তা দ্বারা বদলে দিবেন। আন নুর,৪৪ঃ

لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ (المائدة ١٠٥)

--তোমরা যখন সোজা পথে চলবে, তখন বিপথগামী লোকেরা তোমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আল মায়েদাহ,১০৫ঃ

★ ইসলামী শাসন ব্যবস্থার সংগ্রামে বিজয়ের নিশ্চয়তাঃ

كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً بِإِذْنِ اللّٰهِ (بقرة ٢٤٩)

কতইনা ছোট্টদল বিরাট দলের ওপর আল্লাহর হুকুমে বিজয়ী হয়েছে। বাকারাহ,২৪৯ঃ

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ (ال عمران ١٣٩)

--শৈথিল্য প্রদর্শন করোনা, শঙ্কাগ্রস্থও হয়োনা, তোমরাই সমুন্নত থাকবে যদি তোমরা মু'মিন হও। আলে ইমরান, ১৩৯ঃ

اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صَابِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ (انفال ٦٥)

--যদি তোমাদের বিশজন অবিচল ও ধৈর্যশীল লোক থাকে তা হলে তারা দু' শো লোকের উপর বিজয় লাভ করবে। আনফাল,৬৫ঃ

وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغَالِبُوْنَ (المائدة ٥٦)

--যে কেহ আল্লাহ, তাঁর রাসুল এবং মুমীনদেরকে নিজের সঙ্গীরূপে গ্রহণ করবে তাহলে সেই সকলকাম ও সমুন্নত হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহর দলই হবে বিজয়ী। আল মায়েদাহ, ৫৬ঃ

মহানবী (সঃ) এর প্রশাসনিক পদ্ধতি

কেন্দ্রীয় সরকার---

মহানবী (সঃ) ছিলেন মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের Key Stone of the piramid- সদৃশ। তাঁকে ঘিরেই রাষ্ট্রীয় কাঠামো আবর্তিত ছিল। তিনি ছিলেন একাধারে রাষ্ট্র প্রধান, প্রধান বিচারপতি, প্রধান কার্য-নির্বাহী কর্মকর্তা, ধর্মীয় আধ্যাত্মিক নেতা। সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ও আইন প্রণেতা---

মদীনার সনদের সংক্ষিপ্ত সার--

হযরত মুহম্মদ (সঃ) এর প্রতিষ্ঠিত মদীনার ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের প্রশাসনিক রূপরেখা তুলে ধরতে হলে মদীনার সনদ সম্পর্কে একটু আলোকপাত করা জরুরী।

ক. মদীনার আনসার, মুহাজির খৃষ্টান ইহুদী ও তাদের মিত্রবর্গ সকলে মিলে একটি অখন্ড জাতি বলে প্রমানিত হবে। এই রাষ্ট্রের সকলের জন্য সমাধিকার স্বীকৃত। আবার দুশমনের হামলা থেকে মদীনা রাষ্ট্রকে রক্ষা করার দায়িত্ব সকলের উপর বর্তাবে। যুদ্ধের সময় প্রত্যেকে স্ব স্ব ব্যয় ভার নিবাহ করবে। সনদের অঙ্গীভূত সকল জাতি নির্বিঘ্নে স্ব স্ব ধর্ম পালন করবে।

খ. উম্মাহভুক্ত কেউ নবী করীম (সঃ) এর অনুমতি ব্যতিরেকে কোন যুদ্ধে গমন করতে পারবেনা। বিশ্বাসীগণ ব্যতীত অন্য কারো সঙ্গে কেউ পৃথক চুক্তি সম্পাদন করতে পারবে না। মদীনা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বা বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবেনা। মদীনা আক্রান্ত হলে সকলেই সমভাবে প্রতিরোধ করবে।

গ. মদীনায় বসবাসরত ইহুদীরাও মুসলমানদের সাথে এক জাতি হিসাবে সম্পৃক্ত। যতদিন তারা মুসলমানদের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা না করে বা ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত না হয় ততদিন তারা সমাধিকার ও মর্যাদা ভোগ করবে।

ঘ. যুদ্ধ বা শান্তি উভয় ক্ষেত্রেই মদীনার রাষ্ট্র প্রধান হিসাবে হযরত মুহম্মদ (সঃ) এর নেতৃত্বে ও সর্বময় কর্তৃত্ব স্বীকৃতি হয়।

ঙ. বিচার ব্যবস্থায় মহানবী (সঃ) এর সর্বময় কর্তৃত্ব ঘোষণা করা হয় এবং নিজেদের মধ্যে যে কোন বিবাদ বিসম্বাদের মীমাংসার দায়িত্ব তাঁর উপর সোপর্দ করা হয়।

চ. মক্কায় কুরাইশরা সাধারণ ভাবে মদীনা রাষ্ট্রের প্রকাশ্য দুশমন। তাদেরকে বা তাদের মিত্রদেরকে সহায়তা করতে নিষেধ করা হয়।

ছ. সনদে আরও বলা হয় যে, প্রত্যেকটি গোত্র সামগ্রিক ভাবে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর সার্বভৌম ক্ষমতা ও নেতৃত্ব মেনে চলবে। তবে স স গোত্রপতিদের প্রাধান্যও অক্ষুন্ন থাকবে। প্রত্যেকটি গোত্র তাদের পূর্ববর্তী চুক্তি মুক্তি পন সমূহ একক ভাবে প্রদান করবে। সেখানে রাষ্ট্র কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করবে না।

রাষ্ট্রীয় প্রধান

মহানবী (সঃ) তাঁর প্রদত্ত সনদের আলোকে মদীনা রাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতির মর্যাদায় ভূষিত হন। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, সকলেই তাকে সরকার প্রধান হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করে। রাষ্ট্রপতি হিসাবে তিনি সকলের সমান নাগরিক অধিকার ও মৌলিক অধিকার পূর্ণ মাত্রায় প্রদান করেন।

মহানবী (সঃ) এর সচিবালয়

হুজুর (সঃ) এর সামনে সরকার পরিচালনার কোন আদর্শ ছিল না। তিনি তাঁর অপরিসীম প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা ও প্রখর বুদ্ধি বলে মদিনার মসজিদে নববীকে কেন্দ্র করে একটি সচিবালয় গড়ে তোলেন। পৃথিবীর রাষ্ট্র দর্শনের ইতিহাসে তাঁর প্রতিষ্ঠিত সরকার একটি অনুপম দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে। মদীনায় এই রাষ্ট্রটী ছিল মানব সভ্যতার ইতিহাসের সর্বোত্তম জন কল্যাণ মূলক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। এর ছিল বিভিন্ন দফতর ও বিভাগ। দফতর ও বিভাগগুলো ছিল নিম্নরূপঃ-

• রাষ্ট্র প্রধানের ব্যক্তিগত বিভাগ :-

বিশ্বনবী (সঃ) ছিলেন ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের মহানায়ক। হযরত হানজালা ইবনে আররাবী (রাঃ) ছিলেন রাসূলে কারীম (সঃ) এর একান্ত সচিব। তিনি রাসূল (সঃ) এর সীল সংরক্ষণ করতেন।

• ওহী লিখন বিভাগ :-

এই দফতরের সাথে সংশ্লিষ্টদের 'কাতীব' বলা হত। হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত উসমান (রাঃ) মূল ওহী লেখক ছিলেন। তাদের অনুপস্থিতিতে হযরত উবাই ইবনে কাব (রাঃ) এবং হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ) ওহী লেখার কাজে নিয়োজিত হতেন। হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) ওহী লেখকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

• দাওয়া বিভাগঃ-

এ বিভাগটি সম্পূর্ণরূপে রাসুল (সঃ) এর নিয়ন্ত্রণে ছিল। তিনি স্বয়ং প্রশিক্ষণ দিয়ে 'দায়ী' দিগকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রের নিকট প্রেরণ করতেন। আল্লাহর যমীনে তার দীন প্রতিষ্ঠার আহবান জানানো ছিল 'দায়ী'দের মূল কাজ। এ ছাড়া যারা ইসলামের সুশীতল নীড়ে আশ্রয় নিতেন তাদেরকে ইসলামের বিধি বিধান শিক্ষা দেয়া ও তাদের সুযোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলাও 'দায়ী'দের অন্যতম দায়িত্ব ছিল।

• পত্র লিখন ও অনুবাদ বিভাগ :-

রাষ্ট্র প্রধান হিসাবে রাসূলে কারীম (সঃ) এর ফরমান, বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রধানদের কাছে প্রেরিত চিঠি লিখন, প্রাপ্ত তথ্যাবলী এবং চিঠি পত্রাদি অনুবাদ করা ছিল এই বিভাগের দায়িত্ব। যায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম (রাঃ) এই বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

• বিভিন্ন জাতি ও গোত্রের মধ্যে যোগসুত্র স্থাপন বিভাগ :-

বিভিন্ন জাতি ও গোত্রের মধ্যে সমঝোতা মূলক যোগসূত্র স্থাপন ও তাদের সাথে সৌহার্দ্য মূলক আচরণ সম্পর্কীয় কার্য্যাবলীর দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা ও হাসান ইবনে নুমাইর (রাঃ)।

• অভ্যর্থনা বিভাগ :-

রসুল করীম (সঃ) এর দরবারে সর্বদা সাক্ষাত প্রার্থীদের ভীড় লেগে থাকতো। এদের অভ্যর্থনা ও সৌজন্য সাক্ষাতের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) এবং হযরত বারা ইবনে আযেব(রাঃ)।

• নিরাপত্তা বিভাগ :-

নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আইন শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও জনগণের জান মালের নিরাপত্তায় কোন পুলিশ বাহিনী ছিল না। তবে একদল নিবেদিত প্রাণ স্বেচ্ছাসেবী সাহাবা নিরাপত্তা ও প্রহরার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। এই বিভাগকে নিরাপত্তা বা আশ-শুরতা বলা হতো। হযরত কাইস ইবনে সা'দ (রাঃ) এ বিভাগের প্রধান ছিলেন।

• প্রতিরক্ষা বিভাগঃ—

রাষ্ট্রের সার্বিক নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার স্বার্থে ইসলামী বিপ্লবের সংঘাতময় পূর্ব উত্তরনের জন্য রসুল (সঃ) প্রতিটি মুসলমানকে সুদক্ষ সৈনিক হিসাবে গড়ে তুলে ছিলেন। মদীনা রাষ্ট্রের কোন বেতন ভোগী সেনাবাহিনী ছিল না। প্রয়োজনে প্রত্যেক সক্ষম মুসলমানই মুজাহিদ হিসাবে রণাঙ্গণে উপস্থিত হতেন স্বতঃ স্ফূর্তভাবে। মহানবী (সঃ) স্বয়ং ছিলেন প্রতিরক্ষা বিভাগের সর্বাধিনায়ক। সৈন্যগণ ছিলেন পদাতিক, অশ্বারোহী, তীরন্দাজ ও বর্মধারী।

• সমরাস্ত্র নির্মাণ বিভাগঃ—

আল্লাহদ্রোহীদের সাথে মুকাবিলার জন্য যুগোপযোগী সমরাস্ত্র নির্মাণ পরিকল্পনা ছিল মহানবী (সঃ) এর সামরিক কলা কৌশলের একটি অনন্য দিক। তরবারী, তীর, ধনুক, ঢাল, মিন জানিক ইত্যাদি জরুরী যুদ্ধাস্ত্র তৈরী ও সংরক্ষণ কার্যাদি এ বিভাগের দায়িত্বের আওতাধীন ছিল। হযরত সালমান আল ফারাসী (রাঃ) ছিলেন রসুলে করীম (সঃ) এর সামরিক উপদেষ্টা।

• বিচার বিভাগ

রাষ্ট্র প্রধান হিসাবে রাসুল (সঃ) বিচার বিভাগেরও প্রধান ছিলেন। হযরত আলী (রাঃ) এবং মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ) রাসুল (সঃ) কর্তৃক বিচারপতি নিযুক্তি লাভের গৌরব অর্জন করেছিলেন। প্রশাসনিক কার্যক্রম সহ বিচার কার্যও তিনি সম্পাদন করতেন।

• হিসাব সংরক্ষণ বিভাগ ঃ—

জাতীয় আয় ও ব্যয়ের সঠিক সংরক্ষনের দায়িত্বেনিয়োজিত ছিলেন হযরত মুয়াইকীব ইবনে আবি ফাতিমা (রাঃ)।

• যাকাত ও সাদকাহ তহবিল বিভাগ ঃ—

যাকাত ও সাদকাহ যে সব সম্পদ ও অর্থকড়ি সংগৃহীত হত সেগুলোর হিসাব সংরক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাঃ) ও যুবাইর ইবনে আস-সালভ (রাঃ) উপর।

• খেজুর বৃক্ষের কর আদায় বিভাগ ঃ—

মদীনা রাষ্ট্রে প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য খুরমা-খেজুর। মৌসুমে প্রচুর পরিমাণ খেজুর কর হিসাবে রাজ কোষে আসতো। হযরত হুযায়ফা ইবনে আল ইয়ামান (রাঃ) ছিলেন এ বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত।

• আদম শুমারী বিভাগ ঃ—

বিভিন্ন গোত্র তাদের জলাশয় আনসার, মহাজীর পুরুষ ও মহিলাদের হিসাব সংরক্ষণ করতেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম (রাঃ) এবং হযরত আলা ইবনে উকবা (রাঃ)।

• নগর প্রশাসন বিভাগ ঃ—

হযরত উমর ফারুক (রাঃ) এ বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

• নগর উন্নয়ন ও প্রকৌশল বিভাগ ঃ—

গণপুর্ত ও নগর উন্নয়নের ভিত্তি এ সময়ে রচিত হয়। ঘরবাড়ী তৈরীর নকশা ও প্ল্যান তৈরীর কাজ শুরু হয়। মদীনার মসজিদে নববীর স্থাপত্য কৌশলের পূর্বাভাস রাসুল (সঃ) এর যামানাতেই হয়েছিল। ইবনে সা'দ তাবাকাতে লিখেছেন --- সে সময় রাসুল (সঃ) জমির উপর যে চিহ্ন নির্ধারণ করেছিলেন অদ্যাবধি হযরত উসমান (রাঃ) এর বাড়ী সে স্থানেই বিদ্যমানরয়েছে।

• স্বাস্থ্য বিভাগঃ—

মদীনায় রাষ্ট্রের জন সাধারণ বিনা মূল্যে চিকিৎসা সুবিধা লাভ করতেন। হারিস ইবনে সালাহ তৎকালে প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন। চিকিৎসকগন রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ভাতা পেতেন। এভাবে মহানবী (সঃ) প্রতিষ্ঠিত নবীন ইসলামী রাষ্ট্র একটি বহুমুখী কার্যাবলী আনজাম দেওয়ার সুষ্ঠ পরিকল্পনা ভিত্তিক নিয়মতান্ত্রিক সচিবালয় গড়ে উঠেছিল।

• পররাষ্ট্র নীতি ঃ—

পরমতসহিষ্ণুতা ,পারস্পরিক সমঝোতার মৈত্রী বন্ধনে উদারতা এবং শত্রুর প্রতি ক্ষমা মনোভাব পোষণ ছিলো রাসুল (সঃ) এর পররাষ্ট্র নীতির মূল লক্ষ্য। চরম শত্রুর প্রতিও ক্ষমা সুন্দর বন্ধুত্ব পূর্ণ ঔদার্য প্রদর্শন ছিল তাঁর নীতি। মক্কা বিজয়ের পর মক্কা বাসীদেরকে তিনি নিঃশর্তে ক্ষমা করেন। এবং তায়েফের অত্যাচারী সম্প্রাদায়কে ক্ষমা ও তাদের জন্য আল্লাহর রহমত কামনার মাধ্যমে অনুপম কূটনৈতিক মহানুভবতার পরিচয় দেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে মক্কাবাসীদের বহুশর্তকে নির্দিধায় মেনে নিয়ে এই চুক্তির প্রতি অবিচল থেকে কূটনৈতিক দ্বার্থতার পরিচয় দিয়েছেন। শুধুমাত্র হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তিই নয় অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে সম্পাদিত বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক কিংবা ত্রিপাক্ষিক চুক্তি সমূহের শর্ত প্রতিপালনে তিনি যথেষ্ঠ দৃঢ়তার পরিচয় দিতেন। উম্মী নবী (সঃ) এর পক্ষে লিখিত এই সব চুক্তি ও দলীলের আক্ষরিক বিধানের প্রতি অবিচল শ্রদ্ধা প্রদর্শন এক বিস্ময়ক ব্যাপার বৈ কি।

• অর্থ ব্যবস্থা :–

রাষ্ট্র নায়ক নবী করীম (সঃ) রাষ্ট্র জীবনে অর্থনৈতিক বৈষম্য জনিত অসাম্য দূরকরণ রাষ্ট্রের প্রশাসনে ও সামরিক ব্যয়ের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিকসংস্থান সংগ্রহ এবং রাষ্ট্রের গরীব নাগরিকদের ভরণ পোষণ ও পুনর্বাসনের জন্য এক সুসংহত অর্থ ব্যবস্থা কায়েম করেন।

নবীন ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের উৎস ছিল মূলতঃ পাঁচটি, গনীমত, ফাঈ, যাকাত, জিজিয়া ও খারাজ। প্রথম ও দ্বিতীয়টি ছাড়া অবশিষ্ট উৎসগুলি ছিল বার্ষিক। গনীমতের মাল বন্টনে পবিত্র কুরআনের সূরা আনফালে বর্ণিত পদ্ধতিতে কল্যাণের ভিত্তিতে অনুসরণ করার নির্দেশ ছিল। ১/৫ অংশ উদ্বৃত্ত সৈনিকদের মধ্যে পাই পাই করে খরচ করা হত। নগদ টাকা, ফলমূল, উৎপন্ন ফসল, জীবজন্তু, এবং পণ্য সামগ্রীর উপর আরোপিত আবশ্যকীয় কর, যাকাত, কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী ৮টি খাতে ব্যয় করা হতো। (১) ফকির (২) মিসকিন (৩) নওমুসলিম (৪) ক্রীতদাস (৫) ঋণগ্রস্ত (৬) মুসাফির (৭) যাকাত আদায়কারীর বেতন এবং (৮) অন্যান্য জনহিতকর কাজ। যে এলাকা হতে যাকাত আদায় করা হত সাধারণ সে এলাকার হকদার লোকের বন্টন করা হত অমুসলিম প্রজার নিকট থেকে আদায় করা হতো জিজিয়া। সামর্থবান প্রাপ্ত বয়স্ক অমুসলমানকে মাথা পিছু ১ দীনার হারে জিজিয়া কর পরিশোধ করতে হতো। বাহরায়ের এলাকা হতে জিজিয়া বেশী আদায় হতো। অমুসলিম কৃষকদের কাছ থেকে মালিকানা স্বত্বের বিনিময়ে জমিনের উৎপন্ন ফসলের উপর একটি বিশেষ অংশ পারস্পরিক সম্মতি ক্রমে খারাজ কর নামে আদায় করা হতো। এইকর খাইবার অঞ্চলে বেশী আদায় হতো। যাকাত ও জিজিয়া আদায় কারীদের প্রথম আনুষ্ঠানিক নিয়োগ দান করা হয় নবম হিজরীতে। সাধারণত গোত্রের সরদারগণই আপন গোত্রের আদায়কারী সাময়িকভাবে নিয়োজিত হত। আদায়কারীদের প্রতি নির্দেশ ছিল– (১) ফরমান অনুযায়ী আদায় করা। বাছাই করে বেশী আদায় না করা (২) উপঢৌকন গ্রহণ না করা (৩) প্রয়োজন পরিমাণ পারিশ্রমিক গ্রহণ করা। কেউ নির্ধারিত পরিমাণের বেশী পারিশ্রমিক গ্রহণ করলে তা আর্থিক খেয়ানত বলে গণ্য হতো।

• ভূমি ও ভূমি সংস্কার নীতি :–

ভূমি সংস্কার প্রসঙ্গেও নবী করীম (সঃ) এর সুস্পষ্ট নীতি ছিল। যে ব্যক্তি পতিত ভূমিকে আবাদ করবে সে তার মালিক হবে। যে ব্যক্তি কোন ভূমিকে প্রাচীর দ্বারা ঘিরে নিবে তাতে তার মালিকানা চলে যাবে। জমি কর্ষা চাষের বিধান ছিল। চাষাবাদের শর্তে রাষ্ট্রীয় খাস জমি বন্দোবস্ত বা জায়গীর হিসাবে দেওয়া হতো।

• যুদ্ধ কৌশল ও সামরিক শাসন :–

সময়ের স্বল্পতা ও বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ব্যস্ততার দরুণ মহানবী (সঃ)

নিয়মিত সেনা সংগঠন গড়ে তুলতে পারেননি। তবে সাহাবা-ই কেরাম (রাঃ) তাঁর নির্দেশের প্রতি এতই আস্থাশীল ছিলেন যে, হাসিমুখে জীবন কুরবান করতে কুন্ঠিত হতেন না। জিহাদে অংশ গ্রহণ করাকে তারা গৌরব জনক বিষয় বলে জানতেন। এমন কি যুদ্ধের ময়দানে বাছাই পর্বে বৃদ্ধাঙ্গুলির উপর ভর করে দাঁড়িতে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণের জন্য তাঁরা প্রতিযোগিতায় নেমে পড়তেন। বয়সে ছোটরা রসুল (সঃ) এর সামনে পরস্পর কুস্তি ও দ্বন্দ যুদ্ধের পরামর্শ করে হারজিতের নমুনা প্রদর্শন করে যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য সম্মতি লাভ করতেন। প্রয়োজনের সময় রসুল (সঃ) জাতিকে তলব করতেন। তারা পংগপালের ন্যায় ছুটে এসে সেই আহবানে সাড়া দিতেন।

সাতাশটি যুদ্ধে মহানবী (সঃ) স্বয়ং প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন। অন্যান্য যুদ্ধে এক একজন প্রতিনিধিকে সেনাপতিত্ব প্রদান করে প্রেরণ করতেন। অপরিহার্য কারণে রাহমাতুল লিল আলামীনকে এসব যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল। রাষ্ট্র নায়ক হিসাবে রাষ্ট্রের অখণ্ডত্ব বিধানের জন্য তিনি যুদ্ধ করতে বাধ্য হন। এর কোনটিতেই তারা আক্রমনাত্মক মনোভাবছিলনা।

• সৈন্য বাহিনীর শ্রেণী বিভাগ :–

সেনা বাহিনী প্রধাণত চারটি ভাগে বিভক্ত ছিল। সারিবদ্ধভাবে বূহ্য রচনা করা হতো। প্রথম সারিতে বর্শাধারী সৈনিকেরা হাটুতে ভর দিয়ে সম্মুখে ঢাল ধরে শত্রুর নিকটবর্তী হওয়ার জন্য প্রতিরক্ষায় বসে থাকতো। দ্বিতীয় সারিতে তীরন্দাজ শ্রেণী পরিমাণ মত দূরত্বে বূহ্যরচনা করতো। তৃতীয় সারিতে অশ্বারোহী বাহিনী সামগ্রীক আক্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকতো। সর্বশেষে থাকতো পদাতিক বাহিনী। সামগ্রীক ভাবে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে যুগের রীতি অনুসারে উভয় পক্ষে বাছাইকৃত সৈনিকের মধ্যে দ্বন্দ যুদ্ধ হতো।

• শিক্ষানীতি :–

পাপ পংকিলাতার থেকে মানবতাকে উদ্ধার করে আশরাফুল মখলুকাত হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই রসুল (সঃ) মদীনার বুকে আগমন করেন। একজন নিরক্ষর ও উম্মী নবী হয়ে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র পুরুষ- মহিলা, যুবক-বৃদ্ধ, নির্বিশেষে সকলের জন্য শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করে তিনি তার প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন বিশ্ব মানবতার সভ্যতার ইতিহাসে। তার প্রতি যে প্রথম ওহী অবতীর্ণ হয় তাতে বলা হয়েছে " পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাদিগকে জমাট রক্ত বিন্দু থেকে সৃষ্টি করেছেন। যিনি কলম দ্বারা নিয়মপদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। এবং মানুষ যা জানত না তাই শিক্ষা দিয়েছেন" (সূরা আলাক)

• মসজিদ ভিত্তিক শিক্ষা কেন্দ্র

মহানবী (সঃ) মসজিদ ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা করেন। মদীনার মসজিদে নববীর এক কোণে কুরআন পড়া তৈরী করে একদল সাহসী সার্বক্ষণিক ভাবে

রসূল (সঃ) এর নিকট নানা বিষয়ে জ্ঞানার্জনে ও প্রশিক্ষণ লাভ করতেন। ইসলামের ইতিহাসে জ্ঞানপিপাসু এই দলটিকে আহলে সুফফা বলা হতো।

শিক্ষা বিস্তারে তাঁর আগ্রহ ও উৎসাহের জুড়ি ছিলনা। বদর যুদ্ধে বন্দীদের অনেককে দশজন করে মুসলিম বালক বালিকা ও অশিক্ষিত পুরুষকে শিক্ষা দেয়ার বিনিময়ে মুক্তি দিয়েছিলেন। প্রতিনিধিত্ব আগমনের বছর প্রত্যেক প্রতিনিধির সঙ্গে তিনি একজন করে মুবাল্লিগ প্রেরণ করেছিলেন।

তিনি ঘোষণা করলেনঃ শিক্ষিত লোকেরা নবীদের উত্তরাধিকারী। যারা জ্ঞানান্বেষনের পথে বের হয় তারা গৃহে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত আল্লাহ'র পথে অবস্থান করে। জ্ঞানী ব্যক্তির কলমের কালি শহীদের রক্তের চাইতে শ্রেয়।

• গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা

রসূল (সঃ) এর মহান আদর্শ ছিলো গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ অবগাহিত। রাষ্ট্র প্রশাসন ব্যবস্থায় কোন জটিল ও ব্যাপক পরিসর ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে তিনি সাহাবা-ই কেরাম (রাঃ) এর পরামর্শ গ্রহণ করতেন। সকলে সম্মতি ক্রমে গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদক্ষেপ সমূহ অনুমোদন করতেন। বদর যুদ্ধের কয়েদীদের মুক্তিদানের ক্ষেত্রে তিনি প্রবীণ সাহাবীদের পরামর্শ গ্রহণ করে জনগণের মতামতের মূল্য বোধের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা জগৎ ধ্বংসে না হওয়া অবধিচির ভাস্বর হয়ে থাকবে। মুহাম্মদ (সঃ) কর্তৃক উপহৃত গণতন্ত্রের মূলনীতি হলো (ক) ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের স্বীকৃতি (খ) সকল ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, সম্প্রদায়ের প্রতি উদার রীতি ও সহিষ্ণুতার মনোভাব পোষণ (গ) নাগরিকদেরন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠাসহন্যায় ও নিরপক্ষে বিচার ব্যবস্থা নিশ্চিত করণ এবং (ঘ) অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ।

ইসলামী শাসনতন্ত্রের রূপরেখা

(একটিপ্রস্তাবনা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

যেহেতু ইসলাম সবকালের সব মানুষের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান এবং আল্লাহর হুকুম সার্বজনীন ও শাশ্বত এবং মানুষের আচরণ ও জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য।

যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজস্ব ব্যক্তিগত মর্য্যাদা আছেঃ

যেহেতু ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সমস্ত যোগ্যতা ও শক্তি হচ্ছে একটি আমানত -এ আমানতকে নির্বাহ করতে হবে শরীয়তের সন্নিবেশিত শর্তাবলীর আওতায় অভাব অনটন ও জুলুম নির্যাতন বিমুক্ত এবং সংগতি, প্রাচুর্য্য নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও সফলতা মণ্ডিত জীবনের আল্লাহর অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষে।

যেহেতু ইসলাম ও এর নীতিমালার ভিত্তিতে একটি সামাজিক কাঠামো বিন্যাসের জন্য শাসনতন্ত্র ও আইনের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ ভাবে শরীয়তের প্রয়োগ অপরিহার্য্য এবং এর ফলে এ কাঠামোর অধীনস্থ প্রতিটি মানুষ তার নিজের প্রতি, দেশ এবং সমগ্র মানবজাতির প্রতি তার উপর অর্পিত দায়িত্বপালনে সক্ষমহবে।

আমরা.....জনগণ আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে নিম্নবর্ণিত প্রধান মূল্যবোধ সমূহ বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করছি।

১। একমাত্র আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পন।

২। দায়িত্ব ও শৃংখলাবোধ মণ্ডিত স্বাধীনতা।

৩। করুনা আপ্লুত ন্যায়বিচার।

৪। ভ্রাতৃত্বে বলীয়ান সাম্য।

৫। বিভিন্নতায় ঐক্য।

৬। শুরা বা পরামর্শ ভিত্তিক শাসন প্রণালী।

আমরা..... জনগণ অতএব, এতদ্বারা.....তারিখে অনুষ্ঠিত গণরায়ে স্বীকৃত সিদ্ধান্ত মুতাবিক ও শাসনতন্ত্র অনুমোদন সম্মতি দিচ্ছি আমরা উপরিউক্ত নীতিসমূহ বাস্তবায়নের জন্য ওয়াদা করছি। এবং আমরা যথাসাধ্য বিশ্বস্ততার সাথে ঐ নীতিমালা অনুযায়ী আমাদের কর্তব্য পালনে সচেষ্ট থাকব। আল্লাহ আমাদের সাক্ষী।

• অথবা আইন পরিষদ অথবা অন্য কোন যথাযোগ্য পরিষদের প্রস্তাব মুতাবিক।

অধ্যায় —১

শাসন কর্তৃত্বের ভিত্তি ও সমাজের বুনিয়াদ

ধারা-১

কঃ সার্বভৌমত্বের মালিক একমাত্র আল্লাহ এবং শরীয়তের বিধানই চূড়ান্ত Paramount.

খঃ কুরআন ও সুন্নাহ সন্নিবিষ্ট শরীয়ত আইন ও শাসন নীতির উৎস।
গঃ শাসন কর্তৃত্ব একটি আমানত যা জনগণ শরীয়ত মুতাবিক নির্বাহ করে।

ধারা-২

..... মুসলিম জাহানের একটি অংশ এবং .....এর মুসলিম জনগণ মুসলিম উম্মাহর অবিচ্ছেদ্য অংশ।

ধারা-৩

রাষ্ট্র ও সমাজ নিম্নবর্ণিত নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিতঃ

কঃ জীবনের সর্বস্তরে শরীয়ত এবং এর বিধিমালার প্রাধান্য।

খঃ শাসন প্রণালী হিসাবে 'শুরা'।

গঃ বিশ্বাস করা যে, বিশ্ব জাহানের সবকিছুর মালিক আল্লাহ এবং সব কিছুই মানব জাতির জন্য আল্লাহর নিয়ামিত স্বরূপ এবং আরো বিশ্বাস করা যে, প্রত্যেকেই আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদের ন্যায্য হিস্যার হকদার।

ঘঃ বিশ্বাস করা যে, যাবতীয় প্রাকৃতিক সম্পদ আল্লাহ প্রদত্ত আমানত এবং মানুষ ব্যক্তিগত ভাবে ও সমষ্টিগত ভাবে এ সম্পদ রাজির তত্ত্বাবধায়ক (মুসতাখলাফ) মানুষের অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা এবং তার পারিতোষিক ও আমানতের কাঠামোর সীমার মধ্যে নির্ধারিত।

ঙঃ মানুষের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কিত ইসলামী বিধানের অলংঘনীয় দিক হচ্ছে, বিশ্বের যে যে কোন স্থানের মজলুমকে সমর্থন দেয়া ও রক্ষা করা।

চঃ ইসলামী শিক্ষা, সাংস্কৃতিক কর্মসূচী সংবাদ মাধ্যম ও অন্যান্য পন্থা অবলম্বন করে ব্যক্তিগত ও সামাজিক ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যক্তিত্ব গড়ে

তোলার পক্ষে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ।

ছঃ সমাজের কর্মক্ষম সকল সদস্যের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা এবং অক্ষম, অসুস্থ ও বৃদ্ধদের জীবনের প্রয়োজন মিটানোর ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

জঃ স্বাস্থ্য শিক্ষা সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সকলের জন্য সরকারী সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা থাকা।

ঝঃ উম্মাহর ঐক্য এবং এর রুপায়নে অব্যাহত ভাবে সচেষ্ট থাকা।

ঞঃ দা'ওয়াহ ইসলামিয়ার দায়িত্ব পালন করা।

অধ্যায়—২

দায়িত্ব ও অধিকার

ধার-৪

কঃ মানুষের জীবন, শরীর, ইযযত ও স্বাধীনতা হচ্ছে অতি পবিত্র ও অলংঘনীয়। কোন ব্যক্তিকে শরীয়ত সম্মত পন্থা ব্যতীত আহত বা নিহত করা যাবে না।

খঃ ব্যক্তির দেহ ও ইযযতের পবিত্রতা অলংঘনীয়- এ নীতি জীবিত ব্যক্তির জন্য যেমন প্রযোজ্য, তেমনি মৃত ব্যক্তির জন্যেও।

ধারা-৫

কঃ কোন ব্যক্তিকে তার প্রতি বা তার সাথে সম্পর্কিত কোন ব্যক্তি অথবা তার প্রিয়জনের প্রতি দৈহিক, মানসিক নির্যাতন অথবা অবনয়ন বা ক্ষতি সাধনের ভীতি প্রদর্শন করা যাবে না বা সংঘঠিত কোন অপরাধের দায় গ্রহণে বাধ্য করা যাবে না বা তার নিজের অথবা অন্য কারো স্বার্থ বিরুদ্ধ কোন কাজ করতে বা কাজের সম্মতি দিতে জোরপূর্বক বাধ্য করা যাবে না।

খঃ দৈহিক বা মানসিক নির্যাতন একটি অপরাধ এবং মেয়াদ অতিক্রান্ত হলেও শাস্তিযোগ্য।

ধারা-৬

কঃ প্রত্যেক ব্যক্তি তার গোপনীয়তা রক্ষা করার অধিকার রাখে।

খঃ গৃহে, পত্রালাপে ও যোগাযোগে গোপনীয়তা রক্ষা করার অধিকার নিশ্চিত এবং যথাযথ বিচার প্রক্রিয়া অলংঘনীয়।

ধারা-৭

প্রত্যেকেরই খাদ্য, বাসস্থান, বস্ত্র, শিক্ষা ও চিকিৎসা লাভের অধিকার আছে। রাষ্ট্রপ্রাপ্ত সম্পদের পরিমাণ অনুযায়ী ঐগুলি সরবরাহ করার যাবতীয় জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

ধারা-৮

প্রত্যেকেরই চিন্তা, মতামত ও বিশ্বাসের অধিকার রয়েছে। ঐ গুলিকে ব্যক্ত করার অধিকারও তার আছে। যদি তা বিধিবদ্ধ আইনের আওতায় থাকে।

ধারা-৯

কঃ আইনের সামনে সকলেই সমান এবং সকলেই আইনের আশ্রয় পাবার অধিকারী।

খঃ সমমেধা সম্পন্ন সকল ব্যক্তিই সমান সুযোগ সুবিধা পাবার যোগ্যতা রাখে এবং সমপর্যায়ের কাজের জন্য সমান পারিশ্রমিক পাবার অধিকার সবার সমান। ধর্মীয় বিশ্বাস, বর্ণ, গোত্র, জন্মভূমি অথবা ভাষার কারণে কোন ব্যক্তির সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করা বা কর্ম সুযোগ দানে অস্বীকৃতি জানানো যাবে না।

ধারা-১০

কঃ প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে আইনানুগ এবং একমাত্র আইনানুগ ব্যবহারই করতে হবে।

খঃ যাবতীয় দণ্ডবিধি ভবিষ্যাপেক্ষ ভাবে (Prospectively) কার্যকর করতে হবে। এবং ভূতাপেক্ষ (Restrospective effect) কার্যকরতা প্রয়োগ চলবে না।

ধারা-১১

কঃ কোন কাজ অপরাধ বলে গণ্য হবে না এবং সে জন্য কোন শাস্তি দেয়া যাবে না, যতক্ষণ না তা আইনের স্পষ্ট ঘোষণা দ্বারা অপরাধ রূপে পরিভাষিত (Stipulated) হয়।

খঃ প্রত্যেকে নিজের কৃত কর্মের জন্য নিজেই দায়ী। তার অপরাধের দায়ে তার পরিবার বা দলের উপর দায় দায়িত্বচাপানো যাবে না, যদি না তাদের কেউ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উক্ত অপরাধের সাথে জড়িত থাকে।

গঃ আদালতের চূড়ান্ত রায়ে দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকেই নির্দোষ বিবেচিত হবে।

ঘঃ ন্যায্য বিচার এবং যথোপযুক্ত আত্মপক্ষ সমর্থন করার মত সুযোগ সুবিধা প্রদান করার পরও যদি কেউ দোষী সাব্যস্ত হয় সে ক্ষেত্র ছাড়া কোন ব্যক্তিকেই দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না।

ধারা-১২

কঃ সরকারী সংস্থা সমূহ কর্তৃক হয়রানি বা প্রতিশোধমূলক নিপীড়নের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে। কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিপরীতে আত্মপক্ষ সমর্থন বা কোন অপরাধে তার জড়িত থাকার সন্দেহ করা হলেও যুক্তিসঙ্গতভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করা ছাড়া কোন ব্যক্তিই নিজের সম্পর্কে কোনরূপ কৈফিয়ত দিতে আইনত বাধ্য নয়।

খঃ ব্যক্তিগত বা জনগণের অধিকার সংরক্ষনের জন্য প্রচেষ্টার কারণে কাউকে কোন প্রকার হয়রানি করা যাবে না।

ধারা-১৩

কঃ শরীয়ত অনুযায়ী বৈবাহিক বন্ধন স্থাপনের মাধ্যমে একটি পরিবার গঠন ও সন্তান সন্ততি লালন পালনের অধিকার প্রত্যেক মুসলিমের রয়েছে।

খঃ প্রত্যেক স্বামীই তার সামর্থ অনুযায়ী স্ত্রী ও ছেলে মেয়েদের প্রতিপালন করতে বাধ্য।

গঃ পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র যন্ত্রের তরফ থেকে মাতৃসত্তা বিশেষ শ্রদ্ধা, যত্ন, ও সাহায্য পাবার অধিকারী রয়েছে:

ঘঃ প্রত্যেক শিশুরই পিতা-মাতা কর্তৃক প্রতিপালিত ও যথাযথভাবে লালিত পালিত হবার অধিকার রয়েছে।

ঙঃ শিশু শ্রম নিষিদ্ধ

ধারা-১৪

কঃ আইন দ্বারা নাগরিকত্ব নির্ধারিত হবে।

খঃ রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব চাওয়ার অধিকার প্রতিটি মুসলিমের রয়েছে। আইনানুযায়ী তা মনজুর করা যেতে পারে।

ধারা-১৫

আইন কর্তৃক যদি কোন বাধা-নিষেধ না থাকে, তবে প্রত্যেক নাগরিকদের নির্বিঘ্নে দেশের ভিতরে বাইরে গমনা গমনের স্বাধীনতা এবং দেশের অভ্যন্তরে অবস্থান করার অধিকার রয়েছে। কোন নাগরিককেই দেশ থেকে বহিষ্কৃত করা যাবে না বা তার দেশে প্রত্যাবর্তনে অন্তরায় সৃষ্টি করা যাবে না।

ধারা-১৬

কঃ কর্মে কোন জবর দস্তি নেই।

খঃ অমুসলিম সংখ্যা লঘুদের তাদের নিজস্ব ধর্ম পালনের অধিকার রয়েছে।

গঃ পারিবারিক আইনের বেলায় সংখ্যা লঘুগণ যদি শরীয়তদ্বারা পারিচালিত হতে ইচ্ছা করে সে ক্ষেত্র ছাড়া তারা তাদের নিজস্ব আইন ও প্রচলিত প্রথানুযায়ী পরিচালিত হবে। তাদের মধ্যে দুই দলে যদি কোন বিবাদ সৃষ্টি করে সে ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান প্রযোজ্য।

ধারা-১৭

.....বছর বয়সোর্ধ প্রতিটি নাগরিকেরই রাষ্ট্রের সর্ব সাধারণ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিতে অংশ গ্রহণ করার দায়িত্ব ও অধিকার রয়েছে।

ধারা-১৮

কঃ যতক্ষণ পর্যন্ত নাগরিকদের কর্মসূচী ও কর্মকাণ্ড শরীয়তের বিধানের সাথে সামঞ্জস্যশীল, তাদের জমায়েত হবার এবং রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক, সামাজিক ও অন্যান্য দল, সংগঠন, সমিতি গঠন করার অধিকার থাকবে।

খঃ এ ধরনের সব দল, সংগঠন ও সমিতি গঠন ও তাদের কর্মকাণ্ড আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।

ধারা-১৯

রাষ্ট্র আশ্রয়প্রার্থী ব্যক্তিদের আইনানুযায়ী আশ্রয়ের অনুমোদন করবে। রাষ্ট্র প্রয়োজন বোধে আশ্রয়প্রাপ্ত ব্যক্তিদের নিরাপত্তা রক্ষা ও আতিথেয়তা করবে। এবং অনরুদ্ধ হলে তাদেরকে নিরাপদে যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করবে।

অধ্যায়—৩

মজলিশ—উশ—শুরা

ধারা-২০

ক: জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত.....সদস্য বিশিষ্ট একটি মজসিশ-উশ-শুরাথাকবে।

খ: মজলিশের কার্যকাল হবে.....বছর।

গ: মজলিশের সদস্য হবার যোগ্যতা আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে।

ধারা- ২১

মজলিশ- উশ-শুরা এর কার্যাবলী হবে নিম্নরূপ:

ক: প্রয়োজন বোধে উলেমা পরিষদের মতামত গ্রহণ করে শরীয়তের লক্ষ্য সমূহের ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন করা।

খ: সরকার এবং মজলিশ-উশ-শুরার সদস্যগণ কর্তৃক প্রস্তাবিত আইন সমূহ বিধি বদ্ধ করা।

গ: সরকার ও রাষ্ট্রীয় তহবিল ব্যবহারকারী সরকারী সংস্থা সমূহের অর্থনৈতিক কার্যক্রম, বাজেট ও হিসাব অনুমোদন করা।

ঘ: সরকার এবং এর বিভিন্ন বিভাগের নীতি সমূহ সংশ্লিষ্ট বিভাগ সমূহের মন্ত্রীদের জিজ্ঞাসাবাদ ও প্রশ্ন উথাপনের মাধ্যমে পর্যালোচনা করা এবং কোন আইনের দ্বারা গঠিত বিভাগ ও সংস্থা সমূহের তদন্ত করা বা তদন্তের দায়িত্ব প্রদান।

ঙ: যুদ্ধ, শান্তি বা জাতীয় জরুরী অবস্থা ঘোষণার ক্ষমতা প্রদান।

চ: সন্ধি ও আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং প্রতিশ্রুতি সমূহ অনুমোদন করা।

ধারা- ২২

মজলিশ-উশ-শুরার সদস্যগণ দায়িত্ব নির্বাহ কালে নির্বিঘ্নে তাদের মতামত ব্যক্ত করবেন। আর এরূপ কাজের জন্য তাদের কাউকে গ্রেফতার করা, অভিযুক্ত করা, হয়রানি করা বা মজলিশ-উশ-শুরার সদস্যপদ থেকে অপসারিত করা যাবে না।

অধ্যায়—৪

রাষ্ট্রপ্রধান

ধারা-২৩

ক: রাষ্ট্র প্রধান * হবেন রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী (Chief Executive) দেশের ভোটারদের ** নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে.. .....বছর মেয়াদের জন্য তিনি নির্বাচনে হবেন। মেয়াদ কালের সূচনা হবে যে তারিখে, মজলিশ-উল-বাইআত তাঁর কাছে শপথ গ্রহণ করবে সেই তারিখ থেকে।

* রাষ্ট্র প্রধান বলতে খলীফা, আমীর, প্রেসিডেন্ট বা ইমাম বুঝাতে পারে

** এখানে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের উল্লেখ করা হলেও নিবাচিত জনপ্রতিনিধিদের পরোক্ষ ভোটেও নির্বাচন করা যেতে পারে।

খ: রাষ্ট্র প্রধান আইনের বিধান মুতাবিক জনগণ ও মজলিশ-উশ-শুরার নিকট কৈফিয়ত দিতে বাধ্য থাকবেন।

ধারা-২৪

রাষ্ট্র প্রধানের পদ প্রার্থীর নিম্ন বর্ণিত যোগ্যতা থাকতে হবে:

ক: মুসলিম হতে এবং বয়স .....বছরের কম হবে না।

খ: নিষ্কলুশ চরিত্রের অধিকারী হতে হবে।

গ: কুরআন ও সুন্নাহর অনুশাসনের পাবন্দ, ইসলামে আত্মসমর্পিত এবং শরীয়ত সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে।

ঘ: দৈহিক মানসিক ও আবেগগতভাবে এ দায়িত্ব পালনেরা উপযুক্ত হতে হবে।

ঙ: বিনয়ী স্বভাব ও সুমঞ্জস আচরণ সম্পন্ন হতে হবে।

ধারা--২৫

রাষ্ট্রপ্রধান দপ্তরের দায়িত্ব গ্রহণকালে মজলিশ-উশ-শুরা; উলেমা পরিষদ, প্রধান শাসনতান্ত্রিক পরিষদ, উর্ধ্বতন বিচার বিভাগ, নির্বাচন

কমিশন এবং সশস্ত্র বাহিনীর প্রধানদের নিয়ে গঠিত জাতীয় পরিষদের (মজলিশ-উল-বাইআ'ত) সম্মুখে লিখিতভাবে এবং বাস্তবে শরীয়তের অনুসরণ করার, যে কোন ইসলামের আদর্শ সমুন্নত রাখার, শাসনতান্ত্রিক নির্দেশ মেনে চলার এবং রাষ্ট্রের আঞ্চলিক (Territorial) ও আদর্শিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক, স্বাধীনতা ও জনসাধারণের অধিকারসমূহ রক্ষা করার; কোনরূপ বৈষম্য না করে,

নির্ভয়ে ও নিরপেক্ষভাবে সমাজের প্রতিটি সদস্যের ন্যায় বিচার লাভের নিশ্চয়তা বিধান করার এবং সরাসরি বা যথাযোগ্য অনুসংগঠন (Agency) এর মাধ্যমে জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা ও অভাব-অভিযোগ দূরীভূত করত সার্বক্ষণিক ব্যবস্থা রাখার শপথ গ্রহণ করবেন। অতঃপর উপস্থিত সকলেই তাঁদের নিজেদের পক্ষে এবং জনগণের পক্ষে উপরিউক্ত শর্তগুলোর উপর তার কাছে বাইআত গ্রহণ করবেন।

ধার-২৬

অন্যান্য নাগরিকের মত রাষ্ট্রপ্রধানও একই অধিকার ভোগ করবেন। তিনি আইনের যাবতীয় বাধ্য বাধকতার অধীন থাকবেন। আইনের আওতায় থেকে তিনি কোন অব্যাহতি (Immunity) অথবা নির্বাহী বিশেষাধিকার ভোগ করবেন না।

ধারা-২৭

কোন কোন ব্যাপারে মতপার্থক্য থাকলেও রাষ্ট্র প্রধান সকলের আনুগত্য লাভের হকদার। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ) এর অবাধ্যতার শামিল কোন আনুগত্যের প্রয়োজনে থাকবে না।

ধারা-২৮

কঃ রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি বিক্রয় করতে অথবা ভাড়া নিতে অথবা রাষ্ট্রের কাছে তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি বিক্রয় করতে অথবা ভাড়া দিতে বা দেশের অভ্যন্তরে বা বাইরের কোন ব্যবসায়ে নিজেকে জড়িত করতে পারবেন না।

খঃ রাষ্ট্র প্রধান ও তাঁর পরিবার অথবা রাষ্ট্রের কর্মকর্তাবৃন্দ তাদের পদাধিকার বলে যেসব উপহার পাবেন, সেগুলো সরকারী সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হবে।

ধারা-২৯

আদালতে কোন রায়ের উল্লংঘন (Over rule) করা অথবা আদালত

কর্তৃক কোন ব্যক্তি যদি হুদুদ, কিসাস বা দিয়াত-এর সাজাপ্রাপ্ত হয় তবে তা পরিবর্তন, রদ বা বিলম্বিত করার ইখতিয়ার রাষ্ট্র প্রধান-এর থাকবে না। অবশ্য মামলা মোকদ্দমার ক্ষেত্রে তিনি অনুকম্পার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন।

ধারা-৩০

রাষ্ট্র প্রধান অথবা তাঁর যথাযথভাবে অধিকারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি অন্যান্য রাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে সমঝোতার মাধ্যমে সম্পাদিত চুক্তিসমূহ (Pacts) সাময়িক চুক্তিসমূহ (Convention) সন্ধিসমূহ (Treaties) ও অন্যান্য দলিল সম্পাদন করতে পারবেন।

ধারা-৩১

রাষ্ট্র প্রধান মজলিশ-উশ-শূরা কর্তৃক গৃহীত আইন অনুমোদন করবেন এবং তারপর তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহ বরাবর বাস্তবায়নের জন্য প্রেরণ করবেন। মজলিশ কর্তৃক গৃহীত আইন প্রণয়নে ভেটো প্রয়োগের কোন অধিকার তাঁর থাকবে না। তবে শুধু একবারই প্রাপ্তি তারিখ হতে ৩০ দিনের মধ্য পুনর্বিবেচনার জন্য যুক্তি করে তা মজলিশের কাছে ফেরত পাঠাতে পারবেন। পুনর্বিবেচনার পর মজলিশ-উশ-শূরা ২/৩ অংশ সদস্য দ্বারা তা গৃহীত হয়ে ফেরত এলে তিনি তা অনুমোদন করবেন।

ধারা-৩২

রাষ্ট্র প্রধান উপদেষ্টা, মন্ত্রী, রাষ্ট্রদূত এবং সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান গণের নিয়োগ দান করবেন।

ধারা-৩৩

কঃ উদ্দেশ্যমূলকভাবে রাষ্ট্র প্রধান যদি শাসনতন্ত্রের বিধান সমূহ লংঘন করেন অথবা আপত্তিকরভাবে শরীয়ত লংঘন করেন, সে ক্ষেত্রে তাঁকে অভিযুক্ত করা যাবে এবং যদি দেখা যায় তিনি বাইআ'ত পরিপন্থি কোন কাজ করেছেন, সে ক্ষেত্রে মজলিশ-উল-বাইআ'ত এর ২/৩ সংখ্যাধিক্য অনুমোদন বাইআ'ত বাতিল বলে ঘোষিত হবে।

খঃ রাষ্ট্র প্রধানের ইমপীচমেন্ট এবং অপসারণের প্রক্রিয়া ও নিয়ম পদ্ধতি আইন দ্বারা স্থিরীকৃত হবে।

ধারা-৩৪

কঃ রাষ্ট্র প্রধান তাঁর দায়িত্ব থেকে মজলিশ-উশ-শুরার কাছে

সস্বাক্ষরকৃত পদত্যাগ পত্র দাখিলের মাধ্যমে পদত্যাগ করতে পারেন।

খঃ রাষ্ট্র প্রধানের শূন্য পদ নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ন না হওয়া পর্যন্ত মজলিশ-উশ-শুরার স্পীকার রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব রাষ্ট্র প্রধান..... দিনের মধ্যে পুনরায় গ্রহণ করার পূর্ব পর্যন্ত পালন করবেন। তিনি যদি নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে দায়িত্বগ্রহণে ব্যর্থ হন, তবে তাঁর আসনটি শূন্য বলে বিবেচিত হবে।

অধ্যায়—৫

বিচার বিভাগ

ধারা-৩৫

প্রত্যেক নাগরিকের আদালতে মামলা দায়ের করার অধিকার আছে।

ধারা-৩৬

কঃ বিচার বিভাগ হবে স্বাধীন এবং প্রশাসনের সকল প্রভাব মুক্ত। বিচার বিভাগের দায়িত্ব ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা এবং জনগণের দায়িত্বও অধিকার সমূহ সুনিশ্চিত করা।

খঃ বিচারকগন স্বাধীন থাকবেন এবং আইন কর্তৃপক্ষ ছাড়া তাঁদের উর্ধ্বতন কোন কর্তৃপক্ষ থাকবে না।

ধারা-৩৭

ন্যায় বিচার প্রয়োগ হবে অবাধ এবং আইনই একে অপপ্রয়োগ থেকে রক্ষা করবে।

ধারা-৩৮

আদালতের যাবতীয় কার্যক্রম প্রকাশ্যে হতে হবে রুদ্ধদ্বার কক্ষে নয়। তবে শুধু জাতীয় নিরাপত্তা গণশোভনতা অথবা কারো ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বা ইয্যত রক্ষার খাতিরে এর ব্যতিক্রম করা যেতে পারে।

ধারা-৩৯

কঃ বিশেষ আদালত বা ট্রাইবুন্যাল গঠনের অনুমতি থাকবে না।

খঃ অবশ্য সামরিক আদালত সমূহ কেবল সামরিক আইনের অধীনের

দূষনীয় কাজ করার অভিযুক্ত সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যদের বিচারের জন্য প্রতিষ্ঠিত হবে। অন্যান্য দোষের জন্য তাদেরও বিচার হবে দীওয়ানী আদালত সমূহে।

ধারা-৪০

আদালত রায়সমূহ বাস্তবায়নের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মকর্তার এবং তা বাস্তবায়নে শৈথিল্য বা ব্যর্থতা অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। এ জন্য আইনানুযায়ী শাস্তি দেওয়া হবে।

ধারা-৪১

এ শাসনতন্ত্রে সন্নিবেশিত নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিচার বিভাগের সংগঠনিক কাঠামো বিচারকগনের আগ্যতা এবং তাদের নিয়োগ পদ্ধতি বদলী অপসারণ নির্বাহী বিভাগ ও আইন সভার সাথে সম্পর্ক এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় আইন দ্বারা স্থিরীকৃত হবে।

অধ্যায়—৬

হিস্‌বাহ্‌

ধারা-৪২

একটি হিস্‌বাহ সংস্থা থাকবে। হিস্‌বাহ্‌র কাজ হবে :-

কঃ কোনটা নীতিসম্মত, কোন্‌টা নিষিদ্ধ এবং কোনটি নীতি বিরুদ্ধ-- তা নির্ণয় করার উদ্দেশ্যে ইসলামী মূল্যবোধগুলোকে বিন্যস্ত করা ও রক্ষা করা।

খঃ রাষ্ট্র এবং এর সংস্থাগুলোর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সমূহের তদন্ত করা।

গঃ ব্যক্তির অধিকারসমূহ রক্ষা করা।

ঘঃ রাষ্ট্রের কর্মচারীদের কার্যাবলী পর্যালোচনা করা এবং কুশাসন, ক্ষেত্র বিশেষ কর্তব্যে অবহেলা বা অনীহা ইত্যাদির সংশোধন করা।

ঙঃ প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত সমূহের বৈধতা পরিমান (Monitoring) ও পরীক্ষা করে দেখা।

ধারা-৪৩

রাষ্ট্র হিস্‌বাহ্‌ সংস্থার প্রধান হিসেবে থাকবেন একজন প্রধান মুহতাসিব

। তাঁকে প্রাদেশিক ও নিম্ন পর্যায় সমূহে কয়েকজন মুহতাসিব সহযোগিতা করবেন । এবং এ দফতর সম্পর্কিত বিধি - বিধান ও পদ্ধতি সমূহ আইন দ্বারা স্থিরীকৃত হবে ।

ধারা-৪৪

মুহতাসিবগন তাঁদের নিজস্ব উদ্যোগ বা অন্য জনের নিকট থেকে আবেদন পত্র বা তথ্যাদির ভিত্তিতে কার্য সম্পাদন করবেন । যে কোন সরকারী বিভাগ বা সরকারী সংস্থা থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য ও নথিপত্র গ্রহনের ক্ষমতা তাঁদের থাকবে এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ অতি দ্রুত যথার্থভাবে তাঁদের চাহিদা পূরণে বাধ্য থাকবেন ।

ধারা-৪৫

প্রধান মুহতাসিব যদি মনে করেন যে, কোন আইন বা বিধি নিপীড়ন মূলক অথবা অযৌক্তিক হবার কারণে তা পালন করতে অত্যধিক বেগ পেতে হচ্ছে বা সংকটের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে অথবা তা যদি সংবিধান বিরুদ্ধ হয়, সে ক্ষেত্রে উক্ত আইন বা বিধি বাতিল বা সংশোধন করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিচার কর্তৃপক্ষের বরাবর প্রেরণ করার ক্ষমতা তার থাকবে ।

ধারা-৪৬

কোন যোগ্য আদালত ইতিপূর্বে গ্রহণ করেছে বা গ্রহন করতে যাচ্ছে -- এমন কোন মোকাদ্দমা বিচারের জন্য কোন মুহতাসিব গ্রহন করবেন না ।

অধ্যায়—৭

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

ধারা - ৪৭

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি হবে ইসলামের ন্যায় বিচার, সমদর্শিতা, মানব মর্যাদা, শিল্পোদ্যোগ গ্রহণের স্বাধীনতা, ভারসাম্য মূলক সম্পর্ক বন্ধন (Balanced relationship) এবং অপচয় মূলক ব্যয়ের প্রতিবরোধ নীতি সমূহ। এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সমাজের সকল সদস্যের রুহানী, দুনীয়াবী ও সামাজিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে একটি পরিকল্পিত ও সংগতিপূর্ণ পন্হায় সমাজের জনশক্তি ও জড় সম্পদ সমূহ সচল এবং বিকশিত করতে সহায়ক হবে।

ধারা-৪৮

সকল প্রকারের শক্তি ও সম্পদ বিকশিত করা এবং সেগুলোকে সর্বাপেক্ষা অনুকূল অবস্থায় ব্যবহারোপযোগী করে তোলা এবং নিশ্চয়তা বিধান করা যে, ঐ গুলো মওজুত, অপচয় বা গুদামজাত করা হচ্ছে না-ইত্যাদি দেখার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। ব্যক্তিকে আইনে নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে এ প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করতে হবে।

ধারা-৪৯

ক: সরকারী তহবিলের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত শিল্পোদ্যোগ ও প্রতিষ্ঠান সমূহের মত মূলত: সকল প্রাকৃতিক শক্তি সম্পদরাজির অধিকারী হচ্ছে সমাজ

খ: ব্যক্তিগত সম্পত্তি বৈধ এবং রক্ষিত এই শর্তে যে, তা শরীয়ত সম্মত পন্হায় উপার্জিত এবং শরীয়ত দ্বারা অনুমোদিত প্রয়োজন সমূহে সংরক্ষিত ও ব্যবহৃত।

গ: সমাজের স্বার্থ সমূহের প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষিত ছাড়া রাষ্ট্রের আওতাধীন কোন সম্পত্তি অথবা স্বত্ব রাষ্ট্রায়ত্ত করা যাবে না।

ধারা-৫০

ক: আইন কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে শিল্প-বাণিজ্যের উদ্যোগ গ্রহণের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা যাবে।

খ: শরীয়ত পরিপন্হী সকল প্রকারের আয় ও ব্যয় নিষিদ্ধ।

গ: বৈধভাবে ও আইন সম্মত পন্হায় অর্জিত যে কোন সম্পদ বা স্বত্ব বাজেয়াফত করা নিষিদ্ধ

ধারা-৫১

বিনিময় মাধ্যম ও মূল্যের মাপকাঠি যেহেতু টাকা, সেহেতু এমন কোন আর্থ বা মুদ্রানীতি (Fiscal) বৈধ হবে না, যা টাকার মূল্য হ্রাস করে বা অবক্ষয়ে সহায়তা করে।

ধারা-৫২

যে সমস্ত সম্পদ ও সম্পত্তি কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের দখলভুক্ত নয়, তা রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হবে।

ধারা-৫৩

রিবা, এক চেটিয়া কারবার (Monopoly) মওজুতদারী, মুনাফাখোরী, শোষণ এবং এ ধরনের অন্যান্য সমাজ-বিরোধী কাজ নিষিদ্ধ।

ধারা-৫৪

রাষ্ট্র প্রয়োজনে বৈদেশিক আর্থ-আধিপত্য অপসারিত ও নিবারন করার সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

ধারা-৫৫

আর্থ-সামাজিক ও শরীয়ত সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের সমন্বয় একটি আর্থ-সামাজিক পরিষদ থাকবে, যার কাজ হবেঃ

কঃ এই শাসনতন্ত্রে পরিভাষিত (Stipulated) আর্থ-সামাজিক বাধ্যবাধকতা গুলোর বাস্তবায়নের জন্য দেশের অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত সমূহ প্রণয়নে অংশগ্রহণ।

খঃ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন ও অন্যান্য আর্থ-সামাজিক ব্যাপারে সরকার ও মজলিশ -উশ-শূরাকে উপদেশ প্রদান।

ধারা-৫৬

আর্থ-সামাজিক পরিষদের সাংগঠনিক কাঠামো এবং এর নীতিমালা ও কার্য প্রণালী আইন দ্বারা স্থিরীকৃত হবে।

অধ্যায় — ৮

প্রতিরক্ষা

ধারা-৫৭

কঃ জিহাদ হচ্ছে শাশ্বত ও অবিচ্ছেদ্য কর্তব্য।

খঃ প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ইসলামী ভূ-খন্ড ও ইসলামী শাসন নীতি রক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য।

ধারা-৫৮

কঃ সম্পদ এবং জিহাদের চাহিদা সমূহ পূরণের সক্ষমতার সাথে সংগতি রেখে একটি শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী গঠনের দায়িত্ব রাষ্ট্রের।

খঃ জিহাদে কর্তব্য পালনে জনগণকে সক্ষম করে তোলার যাবতীয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে রাষ্ট্র।

গঃ সামরিক প্রশিক্ষণ ছাড়াও সশস্ত্রবাহিনীকে জিহাদের ধারণায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য ইসলামী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচী থাকবে।

ধারা-৫৯

কঃ রাষ্ট্র প্রধান হবেন সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক।

খঃ তিনি মজলিশ-উশ-শূরা দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হলে যুদ্ধ, শান্তি বা জাতীয় জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে পারবেন।

ধারা-৬০

যুদ্ধ ও শান্তিকামী রাজনীতি প্রণয়নের জন্য একটি সর্বোচ্চ জিহাদ পরিষদ (Suprime Jihad Council) স্থাপিত হবে। এ পরিষদের সাংগঠনিক কাঠামো, এর নীতিমালা ও কর্মপদ্ধতি আইন দ্বারা স্থিরীকৃত হবে।

অধ্যায়— ৯

ধারা-৬১

শাসনতন্ত্র ও রাষ্ট্রের ইসলামী বৈশিষ্ট্যের অভিবাবক হবে একটি সর্বোচ্চ শাসনতান্ত্রিক পরিষদ যা হবে একটি স্বাধীন বিচার সংস্থা।

ধারা-৬২

এ পরিষদের কার্যাবলীর মধ্যে থাকবেঃ

কঃ কোন আইনকে শরীয়ত বিরোধী হিসাবে তুলে ধরে যদি কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, সে ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত প্রদান।

খঃ শাসনতন্ত্র ও আইনের ব্যাখ্যা প্রদান।

গঃ ইখতিয়ারের ক্ষেত্রে মতানৈক্য সম্পর্ক সিদ্ধান্ত প্রদান।

ঘঃ নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সমূহের শুনানী গ্রহণ ও সিদ্ধান্ত প্রদান।

ধারা-৬৩

কঃ সর্বোচ্চ শাসনতান্ত্রিক পরিষদের সাংগঠনিক কাঠামোর নীতিমালা ও কর্মপদ্ধতি এর সদস্যগণের যোগ্যতা, তাঁদের নিয়োগের শর্ত সমূহ, অপসারণ, সংশ্লিষ্ট বিষয় এবং পরিষদের কর্ম পদ্ধতি আইন দ্বারা স্থিরীকৃত হবে।

খঃ পূর্বোল্লিখিত আইন গৃহীত অথবা সংশোধিত হতে হবে মজলিশ-উশ-শূরার ২/৩ অংশের সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে।

অধ্যায়—১০

উলামা পরিষদ

ধারা-৬৪

শরীয়ত সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁরা ধর্মপরায়নতা, পরহেজগারী ও গভীর জ্ঞানের জন্য প্রসিদ্ধ এবং যাঁরা সমসাময়িক বিষয় ও সমস্যাবলী সম্পর্কে গভীর অর্ন্তদৃষ্টির অধিকারী, তাদের সমন্বয়ে গঠিত হবে উলামা পরিষদ।

ধারা-৬৫

উলামা পরিষদের কার্যাবলী হবেঃ

কঃ শরীয়তের বিধান সম্পর্কিত ইজতিহাদ প্রয়োগ।

খঃ বিভিন্ন বিধান বিষয়ক প্রস্তাবাবলীর ক্ষেত্রে শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গী মজলিশ-উশ-শূরার সম্মুখে ব্যাখ্যা সহ তুলে ধরা।

গঃ সত্য প্রকাশে ইসলামী দায়িত্বপালন করা এবং মুসলিম উম্মাহ সম্পর্কিত সব বিষয়ে কোন দীর্ঘ সূত্রিতা না করে রায় প্রদান করা।

ধারা-৬৬

উলামা পরিষদ গঠনের নীতিমালা, এর সাংগঠনিক কাঠামো, এর সদস্যগণের যোগ্যতা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় আইন দ্বারা স্থিরীকৃত হবে।

অধ্যায় —১১

নির্বাচন কমিশন

ধারা-৬৭

..... সদস্য বিশিষ্ট একটি স্বাধীন স্থায়ী নির্বাচন কমিশন থাকবে।

ধারা-৬৮

কমিশনের কার্যবলী হবেঃ

কঃ প্রেসিডেন্ট, মজলিশ-উশ-শূরা ও অন্যান্য দফতরের সদস্যদের আসনে নির্বাচন সমূহ আইনানুযায়ী সংগঠিত, তদারক এবং বাস্তবায়ন।

খঃ গণভোট আয়োজন, তদারক ও গ্রহণ।

গঃ নিশ্চিত করা যে, নির্বাচনে পদপ্রার্থীগণ আইন দ্বারা পরিভাষিত শর্ত সমূহ সম্পাদন করেছেন।

ধারা-৬৯

কঃ রাষ্ট্রের বিচার বিভাগে কর্মরত সিনিয়র সদস্যগণের মধ্য থেকে কমিশনের সদস্য নিযুক্ত হবেন।

খঃ কোন ব্যক্তি নির্বাচন কমিশনের সদস্য থাকা অবস্থায় অন্য কোন পদের জন্য অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

ধারা-৭০

নির্বাচন কমিশনের নিয়োগ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সংক্রান্ত নীতিমালা, তদারকী ও ভোট গ্রহণের জন্য শর্ত সমূহ প্রণয়ন করে সেহেতু নির্বাচক মন্ডলীর যোগ্যতা সমূহ এবং নির্বাচন এলাকার নির্ঝন্ঝাট পরিবেশ নিশ্চিত করা, মনোয়ন সমূহ পূর্ন ও ধার্য করা, ভোট প্রদান পদ্ধতি সমূহ স্থির করা, নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা এবং ব্যালটের গোপনীয়তা রক্ষার নিশ্চয়তাও নিধরিণ করবে।

ধারা-৭১

সকল সরকারী সংস্হা ও সরকারী কর্মচারী বৃন্দ নির্বাচন কমিশনকে তার

শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব সুসম্পন্ন করার জন্য সাহায্য-সহযোগিতা করবে এবং অন্য কোন কর্তৃপক্ষের সম্মতি বা অনুমতি ছাড়াই নির্বাচন কমিশনের নির্দেশাবলী প্রত্যক্ষভাবে ও তৎপরতার সাথে পালন করবে।

অধ্যায় –১২

উম্মাহ্‌র ঐক্য ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

ধারা-৭২

মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও সংহতির লক্ষ্যে সকল প্রকারের প্রচেষ্টা চালানো রাষ্ট্রে কর্তব্য।

ধরা -৭৩

রাষ্ট্রে পররাষ্ট্রনীতি এবং এর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নির্বাহ করার ভিত্তি হবে পৃথিবীর সর্বত্র স্বাধীনতা, ইনসাফ ও শান্তির মূলনীতি এবং মানব জাতির কল্যাণ সাধনের জন্য অবিরত প্রয়াস চালানো।

ধারা-৭৪

রাষ্ট্র অসাম্য ভিত্তিক যাবতীয় কর্মনীতি ও কর্মসূচীর বিরোধী এবং সেগুলোর বিরুদ্ধে সক্রিয় ভাবে তার সর্ব শক্তি নিয়োগ করতে ওয়াদা বদ্ধ।

ধারা-৭৫

উপরিউক্ত বিষয় সমূহ ছাড়াও ইসলামের অনুশাসন সমূহ ও নীতি মালা থেকে গৃহীত নিম্ন বর্ণিত দায়িত্বসমূহ পালন করতে রাষ্ট্র বদ্ধ পরিকর।

কঃ সমগ্র মানব জাতির স্বাধীনতা রক্ষা করা।

খঃ পৃথিবীর কোথাও কখনো জনগণ জুলুম-নির্যাতনের শিকার হলে তার অবসানের জন্য আপোষহীন সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া।

গঃ সকল ধর্মীয় ইবাদতগাহ/"উপাসনাস্থলের পবিত্রতা রক্ষা করা ও হিফাজতের ব্যবস্থা করা।

ধারা-৭৬

কঃ ধর্ম বিশ্বাসের ভিন্নতার কারণে বা ভিন্ন জনগণের সম্পদ কুক্ষিগত করার জন্য এবং তাদের অর্থ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া

থেকে রাষ্ট্র বিরত থাকবে।

খঃ ঈমানকে হিফাজত করার জন্য, রাষ্ট্রের আঞ্চলিক ও আদর্শিক সংহতি রক্ষা করার জন্য, জগতের নির্যাতিত ও লাঞ্ছিতদেরকে রক্ষা করার জন্য, মানুষের স্বাধীনতা, মর্যাদা ও সম্মান অক্ষুন্ন রাখার জন্য এবং পৃথিবীতে শান্তি বজায় রাখার জন্য যুদ্ধ করা অনুমোদিত।

ধারা - ৭৭

যে সমস্ত শক্তি বলয় বা দল দুর্বল জাতিগুলোর উপর শোষণ ও আধিপত্য কায়েম করতে চায়, রাষ্ট্র তাদের বিরোধিতা করবে।

ধারা - ৭৮

রাষ্ট্র কোন বিদেশী সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করার অনুমতি দেবে না যা যেকোন ভাবে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের উপর আঘাত হানতে পারে বা রাষ্ট্রের স্বার্থ হানিকর অথবা মুসলিম রাষ্ট্র সমূহের স্বার্থহানিকর হতে পারে।

ধারা-৭৯

রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক সন্ধিসমূহ চুক্তি সমূহ, মতানৈক্য সমূহ ও দায়িত্ব সমূহ কাগজে-কলমে ও বাস্তবে সম্পাদন করবে।

অধ্যায় – ১৩

গণ–মাধ্যম ও প্রকাশনা

ধারা ৮০

গণ-মাধ্যম প্রকাশনার তথ্যাদি প্রকাশ ও পরিবেশন করার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। এ শর্তে যে তারা প্রকৃত ঘটনা সমূহের প্রতি এবং ইসলামের আদর্শ ও মূল্যবোধের প্রতি সম্মান ও আনুগত্য প্রদর্শন করবে। এ সীমানার অধীনে সংবাদপত্র; ও সাময়িকী প্রকাশের অনুমোদ দেয়া যাবে এবং সংবাদ মাধ্যমকে বন্ধ করা ভৎর্সনার প্রয়োজন হলে যুদ্ধকালীন সময় ছাড়া বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তা করতে হবে।

ধারা- ৮১

গণ-মাধ্যমহ ও প্রকাশনা নিম্নবর্ণিত দায়িত্ব আঞ্জাম দেবেঃ

ক ঃ নির্যাতন. অনাচার ও স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে নির্ভীক চিত্তে প্রতিবাদ করা; এবং এ ধরনের চিহ্নিত ব্যক্তিদের মুখোশ খুলে দেয়া ।

খঃ ব্যক্তি গোপনীয়তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং কারো ব্যক্তিগত ব্যাপারে অনধিকার চর্চা থেকে বিরত থাকা ।

গঃ অপবাদ, কলংক ও গুজব রটানো এবং প্রচারনা থেকে বিরত থাকা।

ঘঃ সত্যকে প্রকাশ করা এবং সতর্কতার সাথে মিথ্যা ছড়ানো থেকে বা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে ফেলা থেকে বা জ্ঞাতসারে সত্যকে গোপন করা থেকে অথবা তা বিকৃত করা থেকে দূরে সরে থাকা ।

ঙঃ নম্র ও গম্ভীর ভাষা প্রয়োগ করা।

চঃ সমাজে সংগত আচারণ ও নৈতিক মূল্যবোধ সমুন্নত রাখা।

ছঃ অশোভনতা. নোংরামী ও অর্থনৈতিকতা প্রচার করা থেকে দৃঢ়তার সাথে বিরত থাকা।

জঃ অপরাধ অথবা ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ ক্ষমা করা বা প্রশংসা করা থেকে বিরত থাকা।

ঝঃ সমাজের স্বার্থের মূলে আঘাত হানে, এমন কোন প্রমাণ গোপন করা থেকে বিরত থাকা।

ঞঃ যে কোন প্রকার দুর্নীতির যন্ত্রে পরিণত হওয়া থেকে বিরত থাকা।

ধারা-৮২

আইনের আদালতে অভিযোগ আনা ব্যতীত রাষ্ট্রের নির্বাহী যন্ত্র সমূহ কোনভাবেই গণ-মাধ্যমের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বা দন্ডিত করতে পারবে না। অনুরূপভাবে গণ-মাধ্যম ও প্রকাশনায় কর্মরত ব্যক্তিবর্গ তাদের পেশাগত কর্তব্য পালনে সংরক্ষিত ।

অধ্যায়—১৪

সাধারণ ও অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা

ধারা-৮৩

হিজরী ক্যালেন্ডারই রাষ্ট্রের সরকারী ক্যালেন্ডার এবং অফিস আদালতের ভাষা ..... হবে। অফিস আদালতের ভাষা যদি আরবী না হয়, সে ক্ষেত্রে আরবী হবে দ্বিতীয় ভাষা ।

ধারা-৮৪

কঃ প্রেসিডেন্ট অথবা মজলিশ-উল- শূরা এ শাসনতন্ত্র সংশোধন করার প্রস্তাব করতে পারবেন। মজলিশ-উশ-শূরার ২/৩ অংশে সদস্যের সংখ্যাধিক্যে যদি অনুমোদিত হয়, শুধু তখনই সংশোধনী কার্যকর হবে।

খঃ কোন সংশোধনী রাষ্ট্রের ইসলামী বৈশিষ্ট্য বিপন্ন করলে অথবা শরীয়তের মতাদর্শ লংঘন করলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে।

ধারা- ৮৫

কঃ এ শাসনতন্ত্র বলবৎ হবার সময়ে বিদ্যামান আইনগত, নির্বাহী, বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ ও সকল প্রতিষ্ঠান, সংস্থা এবং সংগঠন যতদিন না এ শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী বিকল্প (Substitute) স্থাপিত হয় এবং সে সব বিকল্প কর্তৃক দায়িত্বভার গ্রহণ করা হয়, ততদিন তারা তাদের তৎপরতা ও কার্যাবলী পালন করতে থাকবে।

খঃ এ শাসনতন্ত্র বলবৎ হওয়ার সময়ে প্রচলিত সকল আইন. নির্দেশ ও হুকুম নামা ক্রিয়াশীল থাকবে যতদিন না এ শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী বাতিল বা সংশোধিত হয়।

গঃ এ শাসনতন্ত্র গৃহীত হবার পর এবং এর বিধান সমূহের সাথে সংগত রেখে বর্তমান কর্তৃপক্ষ একটি যথোপযুক্ত আইনের মাধ্যমে প্রথম মজলিশ-উশ-শূরা প্রথম নির্বাচন কমিশন এবং সর্বোচ্চ শাসনতান্ত্রিক পরিষদ স্থাপন করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

ধারা -৮৬

সংশ্লিষ্ট সকলের বাধতামূলক দায়িত্ব এটা নিশ্চিত করণ যে, এ শাসনতন্ত্রের বিধি সমূহ কার্যকর ভাবে এবং অবিলম্বে সম্পাদিত হয়েছে যাতে

শাসনতন্ত্র গৃহীত হবার পরপরই যত শীঘ্র সম্ভব তা সামগ্রিকভাবে বলবৎ হতে পারে।

ধারা-৮৭

এ শাসনতন্ত্র গণভোটের ফলাফল প্রকাশের তারিখ ..... থেকে (যদি গণভোট গ্রহণের মাধ্যমে গৃহীত হয়) অথবা দেশের শাসনতান্ত্রিক সংসদ দ্বারা গৃহীত হবার তারিখ থেকে প্রযোজ্য।

আমদের করণীয় কি ?

দেশে ইসলামী শাসনতন্ত্র চালু না থাকার কারণে আমাদের প্রশাসন কাঠামো ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে। দুর্নীতি পূর্বের তুলনায় শতগুণ বেড়ে গেছে। অর্থনীতি বিপর্যয়ের দ্বারপ্রান্তে; আর রাজনৈতিক অস্থিরতা চরমে উঠেছে। এমন কি আইন ও সংবিধানের প্রতি সম্মান বোধ সর্বনিম্ন স্তরে উপনীত হয়েছে। চুরি, ডাকাতি, হাইজাক, খুন., রাহাজানী সহ সকল প্রকার শোষণ ও নিপীড়নে জন-জীবন বর্তমানে অতীষ্ট হয়ে পড়েছে। ধর্ষণ ও নারী নির্যাতন এতই বেড়েছে যে তিন বছরের শিশু কন্যাও এর থেকে রেহাই পাচ্ছে না- নারীর জীবন ও ইজ্জত প্রতি মুহূর্তেই হুমকীর সম্মুখীন।

সুতরাং বর্তমান দেশ ও জাতির নিশ্চিত চরম বিপর্যয় থেকে পাশ্চাত্যের পুজিবাদী গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র বা ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ এর কোনটাই রক্ষা করতে পারবে না; জাতির এ ক্রান্তিলগ্নে তাকে শোষণ মুক্ত, ভীতিহীন নিরাপত্তাপূর্ণ ও সুখী সমৃদ্ধশালী করতে পারে একমাত্র ইসলাম। তাই আলেয়া বা মরিচিকার পেছনে না ঘুরে দেশের আলেম-পীর, শিক্ষক ছাত্র কৃষক শ্রমিক নারী-পুরুষ জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ইসলামী শাসনতন্ত্র বাস্তবায়নের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়া ফরজ হয়ে পড়েছে।

এই লক্ষ্যে নিম্ন লিখিত দাবীগুলো প্রত্যেক নাগরিকের প্রাণের দাবীতে পরিণত হওয়া উচিত।

এক ঃ ইসলামী শরিয়তকে বাংলাদেশের আইন হিসেবে পরিগণিত করতে হবে

দুই ঃ শরীয়ত বিরোধী কোন আইন প্রণয়ন করা চলবে না।

তিন ঃ শরীয়ত বিরোধী সকল আইন বাতিল ঘোষনা করতে হবে।

চার ঃ ইসলাম নির্দেশিত দুষ্কৃতির অবসান এবং সুকৃতির উত্থানে রাষ্ট্রকে বাধ্যতা মূলক ভূমিকা পালন করতে হবে।

পাঁচ ঃ আত্মপক্ষ অবলম্বনের সুযোগসমূহ প্রকাশ্য আদালতে অপরাধ প্রমাণিত হওয়া ছাড়া জনগণের মৌল নাগরিক অধিকার যথাঃ জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা, বাক স্বাধীনতা এবং সমিতি ও আন্দোলন সংগঠনের অধিকার হরণ করা চলবে না।

ছয়ঃ আইন পরিষদ ও প্রশাসন কর্তৃপক্ষ সীমা লংঘন করলে তার বিরুদ্ধে জনগণকে আদালতের আশ্রয় নেবার অধিকার দিতে হবে।

সাতঃ বিচার বিভাগকে প্রশাসন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ মুক্ত করতে হবে।

আটঃ কোন নাগরিক যাতে জীবনের পাঁচটা মৌলক চাহিদা যথাঃ খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থানের সুযোগ থেকে বঞ্চিত না থাকে সে ব্যাপারে রাষ্ট্রকে নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।